যুদ্ধবিরতি ও অপহৃতদের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ ইসরায়েলে

সারে-জমিন

৮ মাস রাস্তার কাজ থমকে থাকায় বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

'ডাক্তার রায়' শুধু চিকিৎসক নন, ছিলেন ট্যাক্সি চালকও

সম্পাদকীয়

মাইক বাজানো নিয়ে বচসায় পিটিয়ে খুন যুবক

সাধারণ

কোহলি-রোহিতের পর অবসর নিলেন জাদেজাও

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১ জুলাই, ২০২৪
১৭ আষাঢ় ১৪৩১
২৪ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 176 ■ Daily APONZONE ■ 1 July 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মমতার প্রস্তাব মেনে ডেপুটি স্পিকার পদে ইন্ডিয়া প্রার্থী অবধেশ!

আপনজন ডেস্ক: ফৈজাবাদের সাংসদ তথা সমাজবাদী পার্টির নেতা অবধেশ প্রসাদকে ডেপুটি স্পিকার পদে প্রার্থী করতে পারে বিরোধীরা। স্পিকার নির্বাচনের সময় তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, যেখানে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে মতপার্থক্য সামনে এসেছিল, বিরোধীরা এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধ্য করার জন্য একটি সংযুক্ত ফ্রন্ট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক হলেও সপ্তদশ লোকসভা ডেপুটি স্পিকার ছাড়াই চলত। জল্পনা ছাড়াও, সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি যে অষ্টাদশ লোকসভাতেও এই পদটি পূরণ করা হবে।

সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অবধেশ প্রসাদকে ডেপুটি স্পিকার করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরা ডেপুটি স্পিকার পদের দাবি জানালেও কেন্দ্রের তরফে এখনও কোনও প্রতিশ্রুতি মেলেনি। এনডিএ সরকার বিরোধীদের ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় বিরোধী ব্লক স্পিকার পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

অযোধ্যার ফৈজাবাদ কেন্দ্র থেকে লোকসভা ভোটে জিতে বিজেপিকে চমকে দিয়েছিলেন অবধেশ প্রসাদ। ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির দু'বারের সাংসদ লাল্লু সিংকে পরাজিত করে খবরের শিরোনামে উঠে আসা নয়বারের বিধায়ক ও প্রথমবার সাংসদ প্রসাদকে বেছে নিয়েছেন নেতারা। প্রসাদ বিজেপির লাল্লু সিংকে প্রায় ৫৫,০০০ ভোটে পরাজিত করেছিলেন। সূত্রের খবর, ফৈজাবাদ থেকে জয়ী দলিত অবধেশ প্রসাদকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদ সংস্থার সূত্র অনুযায়ী তার সঙ্গে কথা হয় সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব, এমনকী রাহুল গান্ধির সঙ্গেও। কংগ্রেস, তৃণমূল ও সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা গিয়েছে।

ডেপুটি স্পিকার পদে সপা সাংসদ অবশধেশ প্রসাদকে মনোনায়ন দিয়ে এনডিএকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চায় ইন্ডিয়া জোট।

সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা ৫০ শতাংশ পার করতে আইন পাস হোক সংসদে: কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: সংরক্ষণের কোটা বৃদ্ধি নিয়ে এবার ময়দানে নামল কংগ্রেস। এনডিএ শরিক জেডি (ইউ) বিহারে কোটা বৃদ্ধির বিষয়টি সংবিধানের নবম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানোর একদিন পরেই রবিবার কংগ্রেস বলেছে যে সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা ৫০ শতাংশের বেশি করার জন্য সংসদে একটি আইন পাস করা উচিত।

শনিবার জনতা দল-ইউনাইটেডের জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে দলটি সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য কোটা ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করার বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিল করার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বৈঠকে পাশ হওয়া এক রাজনৈতিক প্রস্তাবে জেডিইউ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছে, রাজ্যের আইনকে সংবিধানের নবম তফসিলের আওতায় আনা হোক।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ একটি পোস্টে বলেছেন, লোকসভা ভোটের প্রচার চলাকালীন বিরোধী দল বলে আসছে যে এসসি, এসটি এবং সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত সমস্ত রাজ্য

আইন নবম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যেমনটি ১৯৯৪ সালে তামিলনাড়ু আইনের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তিনি বলেন, "এটা ভাল যে গতকাল পাটনায় জেডিইউ একই দাবি করেছে।

কিন্তু রাজ্যে এবং কেন্দ্রে তাদের জোটসঙ্গী বিজেপি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সংরক্ষণ আইনকে নবম তফসিলে ৫০ শতাংশের বেশি সীমার বাইরে নিয়ে আসাও কোনও সমাধান নয়। কারণ ২০০৭ সালের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই জাতীয় আইনগুলিও বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়। তাই এই উদ্দেশ্যে একটি সংবিধান সংশোধনী আইন প্রয়োজন।

এই পরিস্থিতিতে সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাই একমাত্র উপায়, যার ফলে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ৫০ শতাংশের বেশি হবে।

রমেশ বলেন, বর্তমান ৫০ শতাংশের সীমা সংবিধান দ্বারা স্পষ্টভাবে বাধ্যতামূলক নয়, তবে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে এটাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান গ্যারান্টি ছিল এবং থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করবেন?

আমাদের দাবি সংসদের আগামী অধিবেশনে এমন একটি বিল পেশ করা হোক। জেডিইউ শুধু প্রস্তাব পাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। সংরক্ষণ কোটা বৃদ্ধি নিয়ে কংগ্রেস তাই সংসদে সোচ্চার হতে পারে।

মহারাষ্ট্রের ভোটে কংগ্রেস, শিবসেনা, এনসিপি যৌথ লড়বে: পাওয়ার

আপনজন ডেস্ক: এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ার রবিবার বলেছেন তাঁর দল, কংগ্রেস এবং উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা (ইউবিটি) যৌথভাবে এই বছরের অক্টোবরে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে শরদ পাওয়ার আরও বলেন, মহারাষ্ট্রের প্রধান বিরোধী দলগুলির নৈতিক দায়িত্ব ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জোটের অংশ ছোট শরিকদের স্বার্থ রক্ষা করা।

এনসিপি (এসপি), কংগ্রেস এবং শিবসেনা (ইউবিটি) বিরোধী মহা বিকাশ আঘাদি (এমভিএ) এর উপাদান, যা ঠাকরের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের আগে নভেম্বর ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল। পওয়ার বলেন যে বিরোধীরা মহারাষ্ট্রের জনগণের সামনে একটি সম্মিলিত মুখ রাখবে। রাজ্যে পরিবর্তন প্রয়োজন এবং তা কার্যকর করা বিরোধী জোটের নৈতিক দায়িত্ব। তাই যৌথভাবে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জোট।

ইন্দোরে ৩০ মুসলিমের হিন্দু ধর্মগ্রহণ, ধর্মান্তর আইন প্রযোজ্য নয়!

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ৩০ জন মুসলিমের একটি দল শুক্রবার হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বলে দাবি করেছে সাজা সংস্কৃতি মঞ্চ নামে একটি সংগঠন। এই অনুষ্ঠানকে 'ঘর ওয়াপসি' বলা হচ্ছে। সাঝা সংস্কৃতি মঞ্চের দাবি, মধ্যপ্রদেশ ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন ২০২১-এর আইনি বিধানের আওতায় মুসলিমরা স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন।সংগঠনের সভাপতি স্যাম পাওয়ারি বলেন, 'মধ্যপ্রদেশ ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন ২০২১-এর অধীনে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০ জন স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৪ জন নারীও রয়েছেন।

পাওয়ারি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ইন্দোর এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য জেলা থেকে আগত এই ব্যক্তিদের পূর্বপুরুষরা মূলত হিন্দু ছিলেন। ধর্মান্তরিতরা তাদের স্বেচ্ছাসেবী সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে হলফনামা জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এলাকার ডিসিপি অভিনয় বিশ্বকর্মা ধর্মান্তরকরণ অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, খাজরানা গণেশ মন্দিরে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হওয়ার অনুষ্ঠানে ২৮ জনের অংশগ্রহণের খবর আমরা পেয়েছি। আমরা এখনও পর্যন্ত এমন কোনও অভিযোগ পাইনি যে এই লোকেরা কোনও চাপ, প্রভাব বা লোভের কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছে। অভিযোগ পেলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মধ্যপ্রদেশ ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন ২০২১, যা বলপ্রয়োগ, জালিয়াতি বা প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তর নিষিদ্ধ করার জন্য বিধি করা হয়েছে, লঙ্ঘনকারীদের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা সহ কঠোর শাস্তির আদেশ দেয়।

যদিও, মাওলানা আব্দুল মালিক নদভী অভিযোগ করেছেন হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে এই আইনে কারাগারে পাঠানো হয় এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

দ্রুত এসটি সার্টিফিকেটের দাবি কিষান জাতির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এসটি সার্টিফিকেট পাওয়ার রণকৌশলে কিষান জাতি। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মালদা জেলা কিষাণ জাতি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এসটি সার্টিফিকেটের জন্য বলে দাবী কিষান জাতির । সরকারকে নিজেদের জনসংখ্যা শক্তি প্রদর্শনের জন্য নির্বাচনে লড়াই করে। বিভিন্ন মিটিং মিছিল করে আসছে। এসটি সার্টিফিকেটের রণকৌশলে প্রস্তুত মালদা জেলা কিষান জাতি।মালদার মানিকচক ব্লকের রাধু টোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মালদা জেলা কিষান জাতি সেবা সমিতির নেতৃত্ব ও সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। এই আলোচনা সভা দুপুর বারোটা থেকে দু'টা পর্যন্ত চলে। এই সভায় উপস্থিত হয়ে মালদা জেলা কিষাণ জাতি সেবা সমিতির সম্পাদক আসিস মন্ডল বলেন,এসটি সার্টিফিকেটের রণকৌশল নিয়ে আমরা আলোচনা করছি।এসসি শংসাপত্রের জন্য আমারা দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করছি। প্রশাসন আমাদের এসটি সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। আমরা প্রশাসনের উপর ভরসা রাখছি। কিষান জাতি সেবা সমিতির চেয়ারম্যান সহদেব মন্ডল বলেন,' লোকসভা ভোটের পর মালদা জেলা জাতির সকল সদস্যদের নিয়ে এসটি সার্টিফিকেট পাওয়ার দাবীতে আগামীতে কি কি ও রণকৌশল হবে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা সভা করলাম। আমাদের আশা প্রশাসন দ্রুত আমাদের এসটি সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে দেবে।

সন্দেশখালিতে হুলদিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি ১ নং পঞ্চায়েত সমিতিতে জেলা হুল দিবস পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক কাজল কুমার রায়, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, ডাঃ সপ্তর্ষী ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,মহাকুমা শাসক আশিস কুমার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সায়ন্তন সেন, আধিকারিক অমর্ত্য বাবু, পল্লব বাবু, প্রসেনজিৎ বাবু, প্রতিমা সরকার,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সবিতা রায় প্রমুখ।

ঠিকাদারের গাফিলতি, ৮ মাস রাস্তার কাজ থমকে থাকায় বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ঠিকাদারের চরম গাফিলতিতে ৮ মাস পড়ে রাস্তার কাজ, ভাঙাচোরা রাস্তায় চরম সমস্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা, রাস্তার মাঝ বরাবর ঠিকা সংস্থার জলের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের ।

বিষ্ণুপুর বাঁকাদহ থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার রাস্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ৪০০০.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ভগ্ন প্রায় জরাজীর্ণ রাস্তাটির কাজ শুরু হয় ২০২৩ সালের ৩১ শে মার্চ থেকে। কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০২৪ সালের ৩০ শে মার্চের মধ্যে। অধিকাংশ রাস্তা সম্পূর্ণ হলেও বিষ্ণুপুর থানার বাঁকাদহ মোড় থেকে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ সাত থেকে আট মাস ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার উপর বড় বড় পাথর বেরিয়ে আছে, গাড়ি পেরোলেই ধুলোয় অন্ধকার হয় চারিদিক।

স্থানীয়দের অভিযোগ রাস্তার পাথরের আঘাতে আহত হয়েছে একাধিক মানুষ। বারংবার ঠিকা সংস্থা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের বললেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

এর আগেও একাধিক বার বিক্ষোভ হয়েছে প্রশাসনিক আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠেছে। তবে এবার প্রশাসনিক আশ্বাসে আর চিরে ভিজবে না বলেই দাবি বিক্ষোভকারীদের। এদিন সকাল থেকেই বাঁকাদহ মোড় সংলগ্ন এলাকায় ঠিক আর সংস্থার জলের গাড়ি রাস্তা বরাবর আটকে রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীরা। তাদের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত রাস্তার কাজে হাত লাগাচ্ছে প্রশাসন ততক্ষণ তারা এই বিক্ষোভ তুলবেন না।

এরশাদের মৃত্যু: উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু শাখার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সংখ্যালঘু বিভাগের এক প্রতিনিধি দল কলকাতার বৌবাজারের সরকারি হস্টেল 'উদয়ন'-এ নির্মমভাবে খুন হওয়া ইরশাদ আলমের বাড়িতে গিয়ে তারে পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানান। ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু শাখার চেয়ারম্যান শামিম আখতার, সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী আসফাক আহমেদ প্রমুখ।

এরশাদের স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে এবং তার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে তারা শোকগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

শামিম অখতার এ ব্যাপারে বলেন, এরশাদ একজন পরিশ্রমী টিভি মেকানিক,। তার দুঃখজনক মৃত্যু তার পরিবারকে গভীর শোক এবং আর্থিক সংকটে ফেলে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন,আমরা ইরশাদ আলমের বর্বর হত্যার তীব্র নিন্দা করছি। এই ভয়াবহ ঘটনাটি একটি দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক অবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু বিপদ ডেকে এনেছে।

এরশাদের পরিবারের জন্য অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে যাতে তারা এই কঠিন সময়ের মধ্যে তাদের কিছু সুরাহা হতে পারে। আমরা তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করছি এবং ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আসফাক বলেন, সরকারি হোস্টেলে এরশাদ আলমের হত্যাকাণ্ডের মতো বর্বরতা রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তির পাশাপাশি ইরশাদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে এ ব্যাপারে দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

গ্রামে সরকারি রাস্তার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

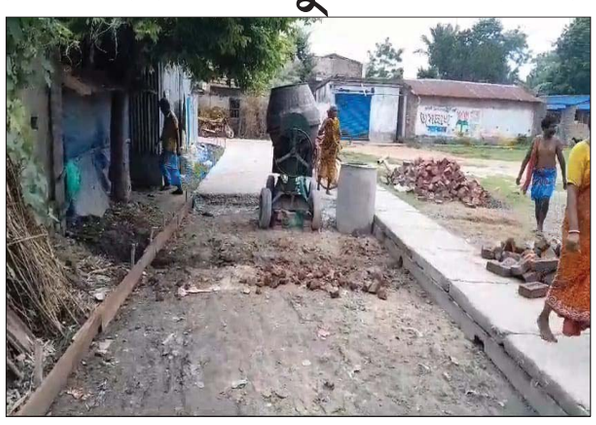

আপনজন: নদিয়ায় সরকারি রাস্তার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে।শান্তিপুর ব্লকে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদার পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি জয় লাভ করে তারপর থেকে বিজেপির সদস্য কোনো রকম ভাবে সরকারি কাজে বাধা দেয় এমন কি ওই এলাকার বিজেপির বুথ সভাপতিও কাজ করতে বাধা দেয়। এবার সরকারি রাস্তা করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল ওই বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে।হালদারপাড়া প্রাইমারি স্কুলের পেছন দিক দিয়ে একটি রাস্তা রয়েছে। সেই রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য পথশ্রী প্রকল্পে ৫০ সমিতির পক্ষ থেকে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। আর যখন রাস্তার কাজ শুরু করতে যাওয়া হয় তখন ওই বুথ সভাপতি দীনবন্ধু হালদার সেই রাস্তা করতে বাধা দেয় তবে এই রাস্তাটা খুব প্রয়োজনীয় তার কারণ রাস্তার ওপাশে প্রায়১০০ থেকে দেড়শ বাড়ি বা পরিবার রয়েছে যারা এই রাস্তা না হওয়ার কারণে বহুদিন ধরে বহু কষ্টে যাতায়াত করছিলেন কোন সময় রাস্তায় জল জমে যাওয়া কোন রোগী অসুস্থ হয়ে পড়লে কোলে করে বড় রাস্তায় নিয়ে এসে তারপর তাকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যেতে হতো। এখন রাস্তা সম্প্রসারণ খুব প্রয়োজন তবে ওই বুথ সভাপতি দীনবন্ধু হালদার জমি দখল করে নিজের জমির মধ্যে নিয়ে বেড়া দিয়ে দিয়েছে এবং রাস্তা করতে গেলে তিনি বাধা দিচ্ছেন এলাকাবাসী চাইছেন রাস্তার সঠিক মাপ করে রাস্তার সঠিক জায়গা বের করে রাস্তা যাতে চওড়া করা যায় অপরদিকে এই ঘটনায় দু পক্ষের প্রশাসা বাঁধলে অর্থাৎ এলাকাবাসী এবং বিজেপির বুথ সভাপতির মধ্যে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বীরেন মাহাতো তিনি বলেন,রাস্তার কাজে বাধা দেওয়ার কথা ওঠার পরই তার কাছে ফোন আছে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসেছেন তবে এলাকাবাসী যেটা জানাচ্ছেন রাস্তা দখল করে রাখা হয়েছে সে বিষয়টা তা জানা নেই সঠিক মাফ করে আমিন এনে এই রাস্তা মাফ করিয়ে যাতে আজকেই যত তাড়াতাড়ি হোক সরকারি প্রকল্পের এই কাজ শুরু করে দেয়া হবে।

অপরদিকে পুলিশ প্রশাসন এখানে উপস্থিত আছে আশা করা যায় এই জমির মাপ হয়ে গেলে প্রশাসনের সহযোগিতায় এই রাস্তার কাজ অতি দ্রুত চালু হবে তবে বিজেপির দাবি রাস্তার কাজে বাধা দেননি উপরন্ত তিনি রাস্তা করতেই দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী শিলা হালদার বলেন,যেহেতু দীনবন্ধু হালদার বিজেপি করে আর এলাকার রাস্তার ওই ওপাশের বেশ কিছু পরিবার তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাস্তা বড় করছে তাই দীনবন্ধু হালদারের উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করছে এবং মিথ্যে অভিযোগ দিচ্ছে তৎসহ রাস্তা তৈরি টেন্ডার পাওয়া ইঞ্জিনিয়ার কেউ বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে তবে শান্তিপুর পুলিশ প্রশাসন তাদের ওপর আস্থা রেখেছেন বিজেপি, যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ঘটনা যাই ঘটুক সঠিক তদন্ত করে রাস্তা যাতে অতি দ্রুত সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি করা যায় সেদিকেই এখন মূল লক্ষ্য প্রশাসনের।

শিক্ষিত বেকারের চাকরি, হকারদের কাজের দাবিতে কান্দিতে মিছিল

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: বেকারের চাকরির দাবিসহ একাধিক দাবিতে কান্দিতে বিরাট মিছিল ও সভার আয়োজন করলো কান্দি সিপিআই।

রবিবার কান্দি শহরের বাস স্ট্যান্ড এলাকার সিপিআই এর কার্যালয় থেকে কান্দির রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অডিটোরিয়াম পর্যন্ত পদযাত্রা করেন সিপিআই নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। মিছিল শেষে একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয়।

প্রসঙ্গত একটা সময় সিপিআই গড় বলে পরিচিত ছিল কান্দি বিধানসভা। ১৯৮৭ সালে এই বিধানসভার বিধায়ক ছিলেন সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা। শুধু তাই নয় তিনি অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও ছিলেন। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে, হয়েছে পালা বদল। সেই হারানো জমিকে পুনারুদ্ধার করতে এবং সামনে বিধানসভার প্রস্তুতি হিসাবে মানুষের কাছে বার্তা দিতে ডাক দিল সব বেকার কাজ দিতে হবে, বিদুৎতের বিল কমাতে হবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে, হকার উচ্ছেদের আগে তাদের পুনোর আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে , এমন একাধিক দাবীতে সোচ্চার হয় সিপিআই নেতৃত্ব। এদিন উপস্থিত ছিলেন কান্দি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা, সিপিআই রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম রায়,জেলা সম্পাদক হারাধন দাশ, কান্দি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে উদ্বোধক কমরেড স্বপন ব্যানার্জি, সম্পাদক মোস্তফা রহমান প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা বলেন, বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে প্রতি বছর এস এস সি পরীক্ষা নিয়েছে লক্ষ লক্ষ বেকার ছেলে মেয়েরা চাকরী পেয়েছে। গরীব পরিবারের ছেলে মেয়েদের কথা ভেবে সরকারী স্কুল গড়েছে। কৃষকদের জমির পাট্টা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার কী দিয়েছে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। লক্ষীর ভান্ডারের নামে একাধিক দুর্নীতি আর শোষণ চলছে।

কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসনে মহিলার দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ ছেলেও

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসন থেকে উদ্ধার এক মহিলার মৃতদেহ। ঘরের দরজা ভেঙে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। রবিবার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম কল্পনা রানী শীল (৪৭)। বাড়ি কোচবিহার জেলার কামাখ্যাগুড়ি এলাকায়। তাঁর ছেলে শোভন লাল শীল বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে কর্মী।আগে শোভন বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসনে একাই থাকতেন। কয়েক মাস আগে তাঁর মা কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসনে তাঁর সাথে থাকতে শুরু করেন। শনিবার গভীর রাতে সেই আবাসন থেকেই তাঁর মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এদিকে ঘটনার পর থেকেই শোভনলাল এর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্যদিকে, মৃত কল্পনা রানী শীলের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর ছেলের ভিন জাতের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এতেই আপত্তি তাঁর মায়ের। যার ফলে মা ও ছেলের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। এদিকে কল্পনা রানী শীলের মৃত্যুর পর থেকে নিখোঁজ তাঁর ছেলে। ঘটনার পর থেকেই বন্ধ রয়েছে তাঁর ফোন। এর ফলে স্বভাবতই সন্দেহ করা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

এ বিষয়ে মৃত মহিলার ভাইঝি জানান, 'পিসির সাথে গত এক সপ্তাহ থেকে কোন যোগাযোগ হয়নি। পিসি খুব শান্ত স্বভাবের। এভাবে শুধু শুধু মারা যেতে পারেনা। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ রয়েছে। আমরা চাইছি এর সঠিক তদন্ত হোক।'

এ বিষয়ে বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপারিনটেনডেন্ট দেবাশীষ মন্ডল বলেন, 'আমাদের কর্মীদের আবাসন ছিল ওটা। সেখানে ওই মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুরো বিষয়টি বালুরঘাট থানায় জানানো হয়েছে।'

জওয়ানের বাড়িতে কয়েক লক্ষ টাকার গয়না চুরি

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: এবার দিনে দুপুরে ইন্ডিয়ান আর্মির বাড়িতে চুরি লক্ষাধিক টাকা সহ সোনার গয়না। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের শিবপুর এলাকায়। জানা যায়,বাড়িতে কেউই ছিল না। সবাই বিয়ের বাড়ি গিয়েছিল। সেই সময় হঠাৎ বাড়িতে কে বা কারা ঢুকে আলমারি ভেঙে লক্ষাধিক টাকা এবং প্রায় আট ভরি সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। মতিউর রহমান নামের ওই ইন্ডিয়ান আর্মি জানান দিনে দুপুরে তার বাড়িতে এরকম ডাকাতি অবিশ্বাস্য। তিনি বাড়িতে এসে দেখেন তালা খোলা ওপরে গিয়ে দেখেন আলমারি ভাঙ্গা তখনই তিনি টোল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতায় এবং সিসি টিভি ক্যামেরাতে দেখতে পান দুই যুবক বাইকে করে এসে চুরি করে নিয়ে যাই তাদের লক্ষাধিক টাকা এবং নয় ভরি সোনা। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নবগ্রাম থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টি নবগ্রাম থানার পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে দিনের বেলায় আর্মির বাড়ি থেকে চুরির ঘটনায় এলাকার লোক ভীষণ আতঙ্কে রয়েছে।

ভারত জাকাত মাঝি কেশপুরে হুলদিবস পালন করল

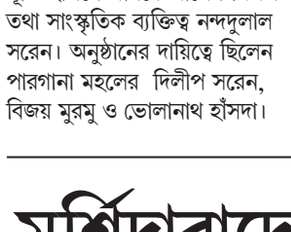

নকীবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: কেশপুর ব্লকের ১৫ নং এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারী বাজারের সিধু কানহো মোড়ে ভারত জাকাত মাঝি পারগণা মহলের অধীন ১৫ নং সারি সারজম পীড় এর ব্যবস্থাপনায় সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই অমর শহীদ সিধু মুরমু ও কানু মুরমু_ র আবক্ষমূর্তি উন্মোচিত হয়। তৎসহ যথোচিত মর্যাদায় " হুল দিবস" পালিত হয়।আবক্ষমূর্তিগুলি উন্মোচন করেন কেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক সহদেব মডল ও অপর অফিসার সৈখ আবুল কালাম। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের জেলা পালগানা স্বপন মান্ডী ও অলোক বেশ্রা। শহীদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন১৫ নং সারি সারজম পীড় এর পারগানা লক্ষ্মীকান্ত মুরমু, জগ পারগানা বাবুলাল টুডু সহ অন্যান্য মাঝি পারগানাগণ। সিধু কানহো মূর্তি স্থাপনে এগিয়ে আসেন শিক্ষক তথা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নন্দদুলাল সরেন। অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন পারগানা মহলের দিলীপ সরেন, বিজয় মুরমু ও ভোলানাথ হাঁসদা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লালবাগ হাসপাতালে গাছের ডাল ভেঙে আহত

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে আচমকায় গাছের ডাল ভেঙে গুরুতর আহত হলেন এক মহিলা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হালকা বৃষ্টি পড়ছিল, কোনো ঝড় বা হাওয়া কিছুই হয়নি। আচমকায় ভেঙে পড়ে গাছের একটি ডাল। ডালের তলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। ভেঙে পড়া ডালের তলায় চাপা পড়েন তিনি।

ঘটনাস্থলে থাকা মানুষজন তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায়। আহত মহিলার নাম রেজিনা বিবি, বাড়ি মুর্শিদাবাদ থানার বাগিচাপাড়া এলাকায়। তার বাবা হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তিনি হাসপাতালে এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় দোকানদার, অ্যাম্বুলেন্স চালকরা তড়িঘড়ি ডাল কেটে রাস্তা পরিষ্কার করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ পৌঁছান মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর। আহত মহিলার সঙ্গে দেখা করে তার চিকিৎসার বিষয় খতিয়ে দেখেন তিনি। ভেঙে যাওয়া গাছের ডাল সহ হাসপাতাল চত্বরে থাকা বিপজ্জনক গাছের ডাল নিয়ে বনদপ্তর ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন পৌরপিতা।

বাঁকড়ায় সংঘর্ষ, ব্যাপক বোমাবাজি

খাতুন ● মা

আপনজন: হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়ায় সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা। ব্যাপক বোমাবাজি ও ভাঙচুরেরও অভিযোগ উঠেছে। বাঁকড়া-২ পঞ্চায়েতের মুন্সিডাঙা শেখপাড়ার ওই ঘটনায় ডোমজুড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। এলাকায় আসে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। বাড়ি তৈরিতে বাধা দেওয়ায় পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মফিজুল ওরফে মিন্টুর বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে ফারুক ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, পাল্টা হামলা চালায় শেখ মফিজুলের লোকজনও। ঘটনায় আটক বেশ কয়েকজন। দু'পক্ষের কয়েকজন আহত হন এই ঘটনায়।

মুর্শিদাবাদে বেসরকারি স্কুল নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জেলার প্রত্যেকটা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগী সম্পর্ক গড়ে তুলতে ৩০ জুন বহরমপুরের অভিজাত কস্তুরী এপার্টমেন্টে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের নিয়ে গঠিত হল "মুর্শিদাবাদ প্রাইভেট স্কুল এসোসিয়েশন" (মুপসা) । চলতি মাসের ৯ জুন, ৬ জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার একটি আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। সেদিনের আলোচনা সভায় ঠিক হয় আরো বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের উপস্থিতিতে সংগঠনের কমিটি গঠিত হবে।

জেলার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে আরও কিভাবে সু সংগঠিত করে পরিচালনা করা করা যায় এবং সকলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতেই এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, বলে জানলেন সংগঠনের আহ্বায়ক তথা এ এম মিশনের কর্ণধার শেখ মফেজুল ।

আজকের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আল হুদা মডেল মিশনের কর্ণধার গোলাবুর রহমান। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ । সকলের উপস্থিতি ও আলোচনার পর সর্বসম্মতি ক্রমে একটি কমিটি গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ পাবলিক স্কুল অ্যাসোসিয়েশন কমিটির সভাপতি মনোনীত হন ডা এম আর ফিজা, সম্পাদক হন শেখ মফেজুল । সহ-সভাপতি হন যথাক্রমে ফেরদৌসা বেগম ও বদরুল আলম। এবং দুজন সহসম্পাদক এর দায়িত্ব পান আমিনুল হক ও আমজাদ হোসেন । কোষাধক্ষ্য হোন গোলাবুর রহমান। এছাড়া আরো ৬ টি স্কুলের কর্মকর্তাকে নিয়ে মত ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয় ।

নেশা করার প্রতিবাদ করায় বাবাকে খুন করে বাগানে পুঁতে দিল ছেলে

জাহেদ মিস্ত্রী ও হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলি থানার জালাবেরিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামতলা গ্রামের পরিমল হালদার নামের এক যুবক প্রতিনিয়ত নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকতো এ নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া ঝামেলা লেগে থাকত। প্রতিবেশীদের দাবি বেশ কিছুদিন আগে পরিমল হালদার তার বাবাকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। গত চার পাঁচ দিন আগে তার বাবা হঠাৎ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় এলাকার লোকজন পরিমলকে জিজ্ঞাসা করলে পরিমল বলতো আমি জানিনা। গতকাল দুপুরে পরিমল কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। কীটনাশক খেয়ে অসুস্থ হয়ে পরায় প্রতিবেশীরা তাকে জয়নগর কুলতলী গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। তখনই তাকে প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করলে পরিমল তাদেরকে জানায় প্রতিনিয়ত নেশা করার প্রতিবাদ করায় বাবাকে সে খুন করে এলাকায় একটি বাগানে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে বাবার মৃতদেহ। প্রতিবেশীরা কুলতলী থানায় খবর দেয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা পরিমলকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। রাতে কুলতলি থানার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ঘটনার স্থল থেকে পরিমলের বাবা কাশিনাথ হালদারের দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠাবে কুলতলি থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

উমরাহ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাল সৌদি সরকার

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে উমরাহ পালনকারী মুসলমানদের সংখ্যা তিন গুণ বাড়িয়ে বছরে ৩ কোটিতে উন্নীত করতে চায় রিয়াদ। যেখানে গত বছর উমরাহ পালন করছেন ৪৫ লাখের বেশি।
দেশটির উমরাহবিষয়ক সহকারী আন্ডার সেক্রেটারি আবদুল রহমান বিন ফাহদ সৌদি টেলিভিশন আল এখবারিয়াকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
খবর গালফ নিউজের
তিনি বলেন, 'প্রতি বছরই উমরাহ পালনকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এমন বাস্তবতায় উমরাহ যাত্রীর সংখ্যা চলতি বছর এক কোটি থেকে বাড়িয়ে তিন কোটি করার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা রয়েছে রিয়াদ সরকারের।'
নতুন হিজরি বর্ষ শুরুর প্রথম ছয় মাসে হজের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে সৌদি আরবে যান ৪৫ লাখের বেশি মানুষ।
নতুন হিজরি বর্ষ শুরুর পর থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখ ওমরা ভিসা চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ লাখের বেশি মানুষ উড়োজাহাজে এবং প্রায় ৫ লাখ বিভিন্ন বর্ডার এলাকা দিয়ে ও ৩ লাখ ৬ হাজার ৭৫ জন সমুদ্রপথে উমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরবে যান।
মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি ওমরাযাত্রী এসেছেন ইন্দোনেশিয়া থেকে। এই সংখ্যা ১০ লাখ ৫ হাজার ৬৫ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান, দেশটির উমরাহ পালনকারীর সংখ্যা ৭ লাখ ৯২ হাজার ২০৮ জন। পাশাপাশি তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। দেশটি থেকে উমরাহযাত্রীর সংখ্যা ৪ লাখ ৪৮ হাজার ৭৬৫ জন। এছাড়া চতুর্থ অবস্থানে আছে মিশর। দেশটি থেকে ৩ লাখ ৬ হাজার ৪৮০ জন উমরাহ পালন করেন। এরপর পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ইরাক, দেশটির উমরাহ পালনকারীর সংখ্যা ২ লাখ ৩৯ হাজার ৬৪০ জন। আর ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ থেকে গত বছর উমরাহ পালন করেছেন ২ লাখ ৩১ হাজার ৯২ জন।

৬৬ শতাংশ ইসরায়েলি নেতানিয়াহুর অবসরের পক্ষে: সমীক্ষা রিপোর্ট

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে। এক জনমত জরিপে শুক্রবার এ তথ্য জানা যায়। আনাদোলু এজেন্সির বরাত দিয়ে মিডল ইস্ট মনিটর শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
ইসরায়েলি বেসরকারি চ্যানেল১২ পরিচালিত জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৬ শতাংশ মানুষ নেতানিয়াহুর অবসরের পক্ষে মত দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সপ্তম মেয়াদে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেন, তার পক্ষেও মত দিয়েছেন তারা। তবে ২৭ শতাংশ মানুষ নেতানিয়াহুর ক্ষমতায় থাকা ও নতুন মেয়াদে নির্বাচন করার পক্ষে মত দিয়েছেন।
অন্যদিকে মারিভ পত্রিকার আরেকটি জরিপে জাতীয় ঐক্য পার্টির প্রধান বেনি গ্যান্টজ প্রধানমন্ত্রী পদে নেতানিয়াহুর চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন।
এদিকে নেতানিয়াহুর অনিচ্ছুকতার কারণে ইসরায়েলে আগাম নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা নেই। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গাজা উপত্যকায় ক্রমাগত আক্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক নিন্দার সম্মুখীন হয়েছেন নেতানিয়াহু। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ইসরায়েলি হামলায় সাড়ে ৩৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। সেই সঙ্গে আহত হয়েছে ৮৬ হাজারেরও বেশি মানুষ।
গত বছরের অক্টোবর থেকে চলমান ইসরায়েলি হামলায় গাজার বিস্তীর্ণ অঞ্চল খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের অভাবে অবরোধের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগ রয়েছে। সর্বশেষ রায়ে তেল আবিবকে অবিলম্বে রাফায় কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অঞ্চলটিতে ৬ মের আক্রমণের আগে ১০ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি যুদ্ধ থেকে আশ্রয় নিয়েছিল।

যুদ্ধবিরতি ও অপহৃতদের মুক্তির দাবিতে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির দাবিতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ দেখিয়েছে লক্ষাধিক মানুষ। দেশটির রাজধানী তেল আবিবে শনিবারের (২৯ জুন) ওই বিক্ষোভে লক্ষাধিক মানুষ অংশ যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির পাশাপাশি দেশটিতে আগাম নির্বাচন দেয়ারও দাবি জানিয়েছেন।
শনিবার রাজধানী তেল আবিবে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার বিক্ষোভকারী জমায়েত হন। সেখানে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গাজায় হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা সেখানে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন।
গাজায় ৯ মাস ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধে যেকোনো প্রস্তাব নিয়ে হামাস আলোচনায় প্রস্তুত বলে জানান স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির নেতা হামদান। তিনি বলেন, 'স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, গাজা উপত্যকা থেকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার এবং অর্থবহ বন্দী বিনিময় সমঝোতা নিশ্চিত করবে—এমন যেকোনো ধরনের প্রস্তাব ইতিবাচকভাবে নিতে আবারও প্রস্তুত রয়েছে হামাস।' বক্তব্যকালে এক জিম্মির স্বজন বলেন, বন্দী বিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে যুদ্ধ বন্ধ না করতে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জেদ আমাদের এবং আমাদের প্রিয়জনের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রসহ আরব মধ্যস্থতাকারী দেশগুলো এখন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি নিয়ে দুই পক্ষকে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অচলাবস্থার জন্য ইসরায়েল ও হামাস পরস্পরকে দায়ী করছে। হামাস বলছে, যেকোনো ধরনের চুক্তিতে অবশ্যই যুদ্ধ বন্ধ এবং ইসরায়েলি সেনাদের পুরোপুরি প্রত্যাহারের বিষয়টি থাকতে হবে।
এদিকে হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত শুধু সাময়িক অস্ত্রবিরতি মেনে নেয়ার কথা বলছে ইসরায়েল। ২০০৭ সাল থেকে গাজায় সরকার পরিচালনা করে আসছে হামাস।
ইসরায়েলের শর্ত মেনে নিতে হামাসের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেন হামদান। তিনি আরও বলেন, মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি নিয়ে নতুন করে কোনো প্রস্তাব পায়নি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি।

সত্যিই কি সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াচ্ছে হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলার নয় মাস পেরিয়ে গেলেও যুদ্ধবিরতির কোনো লক্ষণ নেই। এর মধ্যে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলা অব্যাহত রয়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর এ মুখোমুখি অবস্থানের কারণে সংঘাতের তীব্রতা ও মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে দুই পক্ষ যে কোনো সময় সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়তে পারে।
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইরানের প্রক্সি হিজবুল্লাহর বিচরণক্ষেত্র হওয়ায় আঞ্চলিক সংঘাতের প্রধান মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে লেবানন। সেই দিকে থেকে লেবানন এই মুহূর্তে একটা বিপজ্জনক পর্ব পার করছে। দেশটি খাদের এমন কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে যে সামনে পা বাড়ালেই অতল গহ্বরে পড়ে যেতে হবে। কেননা লেবাননকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করা ইসরায়েলের পক্ষে কঠিন কিছু হবে না। কয়েক দশকের অব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক পতনের কারণে দেশটির বৈদ্যুতিক লাইনব্যবস্থা ইতোমধ্যেই বিকল হয়ে পড়েছে। এটি কোনমতে কাজ করছে। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিমান হামলা সহজেই এটিকে শেষ করে দিতে পারে।
তবে দিনের মধ্যে হিজবুল্লাহর ক্ষমতা কেড়ে নিতে অবশ্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। কেননা, ২০০৬ সালের সেই অমীমাংসিত যুদ্ধের পর থেকে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীটির সঙ্গে আবারো একটি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল। পিছিয়ে নেই হিজবুল্লাহও। দীর্ঘদিন ধরে তারাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
জানা গেছে, হিজবুল্লাহর সামরিক শক্তি ও দোরগোড়ায় তাদের উপস্থিতি বিবেচনায় গাজার হামাস থেকে হিজবুল্লাহকে ইসরায়েল তাদের অস্তিত্বগত হুমকি বলে মনে করে। জটিল এ পরিস্থিতি শুধু ইসরায়েলের ওপর নয়, মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাদের বৃহত্তর স্বার্থের ওপর ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
আপাতভাবে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল—দুই পক্ষের কারোরই বিপজ্জনক সীমারেখা অতিক্রমের অভিপ্রায় নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে চলমান পাল্টাপাল্টি হামলা এবং গাজা সংঘাতের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে দুই পক্ষের কোনো একটা পক্ষ বড় কোনো ভুল করে বসতে পারে। তাতে যেকোনো সময়ই সরাসরি যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।
ইসরায়েলি অনুমান অনুসারে, গোষ্ঠীটির অস্ত্রাগারের মধ্যে অন্তত ১ লাখ ৫০ হাজার ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট রয়েছে। ইতোমধ্যেই অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত সেগুলোর মধ্যে ৫ হাজারটি নিক্ষেপ করেছে হিজবুল্লাহ। যার অর্থ, গোষ্ঠীটির অস্ত্রাগারের বেশিরভাগ অংশই অক্ষত রয়েছে। গত সপ্তাহে একটি বক্তৃতায় হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহও এমনটাই বলেছিলেন। সশস্ত্র এই গোষ্ঠীর হামলার পারদর্শিতায় ইসরায়েলি কর্মকর্তারা অবাক হয়েছেন। এর মধ্যে সীমান্তে ইসরায়েলের নজরদারি আউটপোস্টে নিয়মতান্ত্রিক নিখুত হামলা, আকাশে ইসরায়েলি ড্রোনগুলোকে গুলি করা এবং ইসরায়েলের আয়রন ডোম ব্যাটারি ও ড্রোন-বিরোধী প্রতিরক্ষাগুলোতে আঘাত করার দক্ষতা অন্যতম।

ইসরায়েলকে 'ভয়াবহ পরিণতি'র হুঁশিয়ারি সৌদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনে অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি বাড়ানোর ইসরায়েলের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব। এ সিদ্ধান্ত নিলে ইসরায়েলকে 'ভয়াবহ পরিণতি'ভোগ করতে হবে পারে বলে সতর্ক করেছে রিয়াদ। স্থানীয় সময় শনিবার (২৯ জুন) এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানায় সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সৌদি প্রেস এজেন্সি প্রচারিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, সৌদি আরব আন্তর্জাতিক আইনের চলমান ইসরায়েলি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আপত্তি জানাচ্ছে। মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, যদি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বসতি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চালিয়ে যায়, তবে এর 'ভয়াবহ পরিণতি' হতে পারে।
এর আগে ইসরায়েলের কট্টরপন্থী অর্থমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেন, তার সরকার পশ্চিম তীরের বসতি সম্প্রসারণ ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে একজন জ্যেষ্ঠ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বলেছেন, এটি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে 'গণহত্যার যুদ্ধ' চালানোর লক্ষ্যে নেয়া হয়েছে।

নির্বাচনে জয়ী হলে কী করবেন তা নিয়ে ট্রাম্প-মেলানিয়ার মধ্যে চুক্তি

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন নির্বাচনের আগেই স্বামী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তি করেছেন মেলানিয়া ট্রাম্প। একটি সূত্রের বরাত দিয়ে পেইজ সিক্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ী হন, তাহলে সেই চুক্তি অনুযায়ী মেলানিয়াকে সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টার জন্য ফার্স্ট লেডির দায়িত্বে থাকতে হবে না।
পেইজ সিক্স বলেছে, ছেলে ব্যারন ট্রাম্পের সাথে আরো বেশি সময় কাটাতে চান সাবেক ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। যে কারণে স্বামী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে একটি চুক্তি করেছেন তিনি।
১৮ বছর বয়সী ব্যারন শিগগিরই নিউইয়র্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করবেন। নতুন জীবন মানিয়ে নিতে ছেলেকে সহায়তা করতে চান মেলানিয়া ট্রাম্প। সূত্রটি বলেছে, তিনি একজন মা এবং ইতিমধ্যেই প্রতি মাসের কিছু অংশ ও সম্ভবত প্রতি সপ্তাহ নিউইয়র্কে কাটানোর পরিকল্পনা করছেন।
'ব্যারন এর আগে কখনই পুরোপুরি একা ছিলেন না। তিনি কলেজে নবীন শিক্ষার্থী এবং একটি প্রধান গণতান্ত্রিক শহরে সম্ভবত একজন প্রেসিডেন্টের পুত্র হওয়ার অতিরিক্ত চাপ মোকাবিলা করতে হিমশিম খেতে পারেন। যে কারণে মেলানিয়া অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে তার সাথে সময় কাটাতে চান...। আর ব্যারনের বাবা যদি আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের ছেলের সাথে সবসময় সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা থাকবেন। এটা নিয়েও মেলানিয়া কিছুটা উদ্বিগ্ন।'
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেলানিয়া ট্রাম্প একজন অত্যন্ত যত্নশীল মা। এমনকি ফ্লোরিডা থেকে (রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে) রিপাবলিকান দলীয় প্রতিনিধি হিসাবে ব্যারন কাজ করবেন এমন ধারণাও নাকচ করে দিয়েছেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: গত বছরের অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। এরপর থেকেই মূলত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে। সম্প্রতি সেই উত্তেজনা চরম আকার নিয়েছে।
এমন অবস্থায় ইসরায়েল লেবাননে হামলা চালালে 'ধ্বংসকারী যুদ্ধ শুরু হবে' বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে ইরান। জবাবে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইসরায়েল। ইহুদিবাদী দেশটি বলেছে, ইরানকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।
রোববার (৩০ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ লেখেন, যারা ধ্বংসের হুমকি দেয় তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা তাদের জন্য প্রযোজ্য। লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধারা যদি ইসরায়েলে হামলা চালানো বন্ধ না করে এবং সীমান্ত থেকে সরে না যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা হবে। শুক্রবার জাতিসংঘে ইরানের মিশন জানায়, ইসরায়েল যদি লেবাননে 'পূর্ণমাত্রার সামরিক আগ্রাসন' শুরু করে তাহলে 'মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার এক যুদ্ধ' হবে।
নিজেদের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করা এক বার্তায় তারা আরো জানায়, যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে সব প্রতিরোধ ফ্রন্টের জড়িয়ে পড়ার মতো অপশন বিবেচনাধীন আছে। ইরানের এমন মন্তব্যের পরই ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রতিক্রিয়া দেখালেন। গেল বছরের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলে লাগাতার হামলা চালিয়ে আসছে লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধারা। চলতি সপ্তাহে নেতানিয়াহু ও ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট জানিয়েছিলেন, তারা লেবাননের সঙ্গে চলমান সমস্যা কূটনৈতিকভাবে সমাধান করতে চান। কিন্তু কান্টজকে ভিন্ন সুরেই কথা বলতে দেখা গেল। লেবাননে ইসরায়েল হামলা করলে ইরানের প্রক্সিরা পাল্টা পদক্ষেপ নিতে পারে, তাই পুরো মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পারতে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
প্রায় দুই সপ্তাহ আগের কথা, ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একজন কর্মকর্তা সরাসরি স্বীকার করেন, তারা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবেন না। এ নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হলে বিবৃতি দেয় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

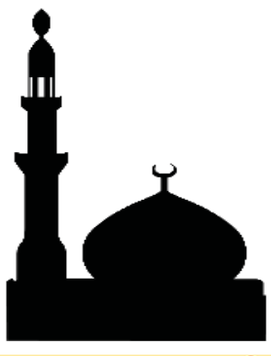

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৩	৪.৫৫
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৬	

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহত বেড়ে ৩৭ হাজার ৮৩৪

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হানাদার ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৭ হাজার ৮৭৭ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন অন্তত ৮৬ হাজার ৯৬৯ জন। হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু।
শনিবার (২৯ জুন) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

নাইজেরিয়ায় দফায় দফায় বিস্ফোরণ, নিহত ১৮

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্ব বোর্নো প্রদেশে প্রাণঘাতী বিস্ফোরণে অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৩০ জন। রোববার (৩০ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। এর মধ্যে শনিবার একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে সন্দেহভাজন বোমা হামলায় ছয়জন নিহত এবং অন্যদের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বোর্নো প্রদেশের জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, সন্দেহভাজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা গোওজা শহরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং হাসপাতালে হামলা চালায়।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবার একের পর এক বিস্ফোরণে ১৮ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, যার মধ্যে শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং গর্ভবতী নারীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কিছু স্থানীয় মিডিয়া প্রাণহানির সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে রিপোর্ট করেছে। যার মধ্যে নাইজেরিয়ার ভ্যানগার্ড এবং দিস ডে সংবাদপত্র জানিয়েছে, বিস্ফোরণে অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছে। তবে এখনো কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি। নাইজেরিয়ার এই প্রদেশটি গত ১৫ বছর ধরে জঙ্গি গোষ্ঠী বোকো হারামের বিদ্রোহের কেন্দ্রে রয়েছে। এই সংঘাত ও সহিংসতায় ২০ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

ফিলিপাইনে আতশবাজি গুদামে বিস্ফোরণ, নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে জামবোয়াঙ্গা শহরে একটি আতশবাজি গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনায় শিশুসহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ৩৮ জন। রোববার জরুরি সেবাদাতাদের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি। দমকল বাহিনীর তদন্তকারী কর্মকর্তা লুইজি চ্যান জানিয়েছে, প্রায় তিন হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফলে মাটিতে একটি বিশাল আকারের গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এতে আশেপাশে ভবন থেকে ধ্বসে পড়া পাথর ও অন্যান্য সামগ্রী জমা হয়েছে।
বিস্ফোরণ থেকে বড় আকারে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। যার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে।
গুদামের চার কর্মী ও এক কর্মীর চার বছর বয়সী ছেলে এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেন চ্যান।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করছে। ধারণা করা হচ্ছে, খুব সম্ভবত গুদামে সংরক্ষিত আতশবাজি থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৭৬ সংখ্যা, ১৭ আষাঢ় ১৪৩১, ২৪ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

রাজনৈতিক চরিত্র

জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) ভারতীয় সাহিত্যে ননসেন্স রাইমের প্রবর্তক। তিনি একজন রম্যরচয়িতা ও নাট্যকারও। তাহার বিখ্যাত ছড়া 'বাবুরাম সাপুড়ে'র শেষাংশে তিনি লিখিয়াছেন, 'সেই সাপ জ্যান্ত/ গোটা দুই আনত?/ তেড়ে মেরে ডান্ডা/ ক'রে দেই ঠান্ডা।' তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এখন যে রাজনীতি চলিতেছে, তাহা সুকুমার রায়ের সেই ডান্ডা মারিয়া ঠান্ডা করিবার শামিল। এক শতাব্দীরও পূর্বে তিনি যখন এই ছড়া রচনা করেন, তখন সমাজে যেই অবস্থা বিরাজ করিতেছিল, এখন তেমন কোনো পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া দৃশ্যমান হয় না।

উন্নয়নশীল বিশ্বে যেই শাসনপদ্ধতি চালু রহিয়াছে, তাহাকে অনেকে 'গুন্ডাতন্ত্র' বলিয়া চালাইতে চাহেন। কেননা নির্বাচনের পূর্বে-পরে সংঘাত-সহিংসতার চিত্র অবলোকন করিয়া এমনটি মনে করা অমূলক নহে। ইহার মূলে রহিয়াছে সর্বভুক মানসিকতা। সর্বভুক হইল কিছু অবশিষ্ট না রাখিয়া খায় এমন সর্বগ্রাসী ব্যক্তি। এই সকল দেশে প্রচলিত নিয়মেই কেহ কেহ অন্যায়-অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া রাতারাতি ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠেন। এই সকল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যখন কোনো সরকারি বরাদ্দ যায়, তখন সর্বভুকের দল মনস্থির করে যে, কেবল তাহারাই খাইবে। ইহা লইয়াই শুরু হয় কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। এমনকি ইহা লইয়া মারামারি ও খুনাখুনিও কম হয় না। ইহার পাশাপাশি তাহারা প্রভাব বিস্তার ও প্রতিপত্তি অর্জনে হেন কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নাই, যাহা করে না। স্বর্ণ চোরাচালানি হইতে শুরু করিয়া মাদকের ব্যবসায়–কোনো কিছুই তাহারা বাদ রাখে না। এই জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বের এই সকল দেশে লাঠি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোক দিয়া দেশ পরিচালনা করা হয়। এই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠি না থাকিলে কাহারো সাধ্য নাই দেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা। স্বৈরতন্ত্র হউক আর গণতন্ত্র হউক–যেই সরকার ক্ষমতায় থাকে, তাহাদের চাইতে হিমালয়ের মতো জনপ্রিয় দল আর কেহ থাকে না; কিন্তু যখন পরিবর্তন আসিবার সময় আসে, তখন দেখা যায় সকলেই অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায়। তখন তাহারা আইনের শাসন ও নিরপেক্ষ প্রশাসন চান; কিন্তু তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তাহারা কীরূপ আচরণ করিয়াছেন। তাহাদের কথামতো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রতিপক্ষদের বিনা কারণে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়া আটক রাখিয়া নির্বাচনের নামে কিছু একটা করিলেও তাহাতে ছিল না জনমতের বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে যাহারা সরকারি দল করেন না, তাহাদের সরকারি বরাদ্দ না দেওয়াটা অগণতান্ত্রিক। কেননা রাষ্ট্রের সম্পদে দলমতনির্বিশেষে সকলের অধিকার রহিয়াছে। এই কারণেই যেই সমস্ত দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা চলে, সেইখানে চার-পাঁচ বত্সর পর নির্বাচন হইলেও তাহা কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হইতে পারে না। কেননা তাহাদের সর্বগ্রাসী মনোভাব বজায় রাখিতে হইলে অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন করা অসম্ভব। দুঃখের বিষয় হইল, এত ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুঃখ-বঞ্চনা, হয়রানি-ভোগান্তি, জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করিয়া যখন পরিবর্তন আনয়ন করা হয়, সেই সময় দেখা যায়–যাহারা অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করিয়া ক্ষমতায় আসেন, তাহারা পূর্বের মতোই মাতিয়া উঠেন ভোগ-বিলাসিতায়। ইহা দেখিয়া জনগণের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটে। ফলে কিছু দিনের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। তখন আবার একই ঘটনা ঘটে এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অতএব রাজনীতিবিদ, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ করা দানবরূপী মানবদের ইহা স্মরণে রাখা উচিত। কেননা সৃষ্টিকর্তার অমোঘ নিয়মে পরিবর্তন আসিবেই। শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সম্মুখে যখন আমাদের দাঁড়াইতে হইবে, তখন প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমাদের সুকর্ম-দুষ্কর্মের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তাই উন্নয়নশীল দেশের শাসকদের সর্বদা এই কথা স্মরণে রাখিয়া চলিতে হইবে। ইহাতে যে কোনো পরিবর্তন হইলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেন মনে করিতে পারেন যে, তাহাদের আন্দোলন-সংগ্রাম বৃথা যায় নাই। এই জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বে সকল কিছুকে ডান্ডা মারিয়া ঠান্ডা করিবার নীতি পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। পরিবর্তনের পর জনগণ যেন না দেখেন যে, তাহাদের দেশটি আবার পুলিশি রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। কেননা এই সকল দেশের জনগণ অভিজ্ঞতার আলোকে মনে করে, এইভাবে চলিতে থাকিলে এই সকল দেশের রাজনৈতিক চরিত্র যে বদলাইয়া, যাইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

'ডাক্তার রায়' কেবলই ধন্বন্তরী চিকিৎসক কিংবা বাংলার রূপকার ছিলেন না, ছিলেন ট্যাক্সি চালকও

যুগ যুগ ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে বিশ্ববিশ্রুত কিংবদন্তি চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের নাম, যার জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে।কি এক অদ্ভুত সমাপতন জড়িয়ে রয়েছে তাঁর সঙ্গে। এই রকমের একই দিনে জন্ম ও মৃত্যু কে বিজ্ঞান তথা মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলা হয়'বার্থডে এফেক্ট'বা'বার্থডে ব্লু'স'। গোটা জীবনে নানান ধরনের মিথ তৈরি করেছিলেন তিনি। বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন কর্ম যোগী। একাধারে তুখোড় রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব আবার ধন্বন্তরী চিকিৎসক ও প্রশাসনিক দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার। তিনিই আবার নিয়ম করে আবৃত্তি করতেন রবি ঠাকুরের পঙক্তি। তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসার গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তেমনি করেছিলেন গরীব - দু:খীদের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। কিন্তু ডাক্তার হবার ইচ্ছে তাঁর মোটেই ছিল না তবুও এই কর্মযজ্ঞেই হয়ে উঠেছিলেন সর্বসেরা। আসলে তাঁর কর্মজীবন ছিল একেবারেই বর্ণময়। একের পর এক কীর্তি তাঁকে অবিস্মরনীয় করে তুলেছে। এমনকি তিনিই প্রথম বাঙালি, যিনি কিনা 'ভারতরত্ন'পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিন টি'ন্যাশনাল ডক্টরস ডে'হিসেবে পালিত হয়। তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও এক আশ্চর্য অধ্যায় যা শেষ হয় এক অপূর্ব প্রেম কাহিনীতে। তিনি'প্রেম যমুনায়'সাঁতার দিয়ে ও সারাজীবন পার করছেন'একলা জীবন'। তবু ও শাহজাহানের মতো স্বপ্নিল জীবন সাথীর স্মৃতিতে গড়ে তুলেছেন কল্যাণী নগর।

যুগ যুগ ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে বিশ্ববিশ্রুত কিংবদন্তি চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের নাম, যার জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে।কি এক অদ্ভুত সমাপতন জড়িয়ে রয়েছে তাঁর সঙ্গে। এই রকমের একই দিনে জন্ম ও মৃত্যু কে বিজ্ঞান তথা মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলা হয়'বার্থডে এফেক্ট'বা'বার্থডে ব্লু'স'। গোটা জীবনে নানান ধরনের মিথ তৈরি করেছিলেন তিনি। বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন কর্ম যোগী। একাধারে তুখোড় রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব আবার ধন্বন্তরী চিকিৎসক ও প্রশাসনিক দায়িত্বভার কাঁধে নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার। লিখেছেন **এম ওয়াহেদুর রহমান...**

বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল সহজ সরল, ডাক্তারি টেকনিক্যাল ঔষুধ দিতেন কম। তবু ও তাঁর নিকট অনেক মরণঘাতি রোগাক্রান্ত ব্যাক্তি অনায়াসেই ভালো হয়ে যেত। রোগীর মুখ দেখেই রোগ নির্ণয় করার এমন অলৌকিক বিদ্যারপ্ত করেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়।যে হতদরিদ্র থেকে রাজা - উজিরের কাছে তিনি ছিলেন ধন্বন্তরী চিকিৎসক। অনেকেই বলতেন যে হয়তো তাঁর দিব্যদৃষ্টি রয়েছে। তবে তিনি চিকিৎসক হিসেবে আগাগোড়াই ছিলেন স্বনামধন্য। তাঁর চিকিৎসায় রোগ নিরাময় হয়েছে সাধারণ ব্যাক্তি থেকে একাধিক দিকপাল মানুষের। বিধানচন্দ্র রায়ের নিকটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, ইন্দিরা গান্ধীর মতো ব্যাক্তিরা ও চিকিৎসা করতেন। ১৮৮২ সালের ১ লা জুলাই পাটনার ঝাঁকিপুরে এক বাঙালি হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় আবগারি দপ্তরে চাকরি করতেন।মা অঘোরকামিনী দেবী ছিলেন ধার্মিক ও একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। তাঁর লেখা পড়া শুরু হয়েছিলো এক গ্রাম্য পাঠশালায়।পরে টি কে ঘোষ ইন্সটিটিউশন ও ১৮৯৭ সালে পাটনা কলিজিয়েট স্কুলে অধ্যায়ন করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এস সি ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানেই তিনি ম্যাথ অর্নাস নিয়ে বিএসসি কমপ্লিট করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ও এমডি ডিগ্রি লাভ করে লন্ডন থেকে এমআরসিপি এবং এফআরসিএস ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। তবে ডাক্তার হতে গিয়ে তাঁকে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে পদে পদে। অসহযোগিতা, বাধা, চক্রান্তের পাথর ঠেলে ঠেলে তাঁকে এগোতে হয়েছে এদেশে তেমনি বিদেশে। তাঁকে এমবি পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাঁর মতো কৃতী ছাত্র কে।

শিক্ষার্জন শেষে দেশে ফিরে নার্স হিসেবে কাজ শুরু করেন বিধানচন্দ্র রায়।অবসর সময়ে তিনি নামেমাত্র ফি নিয়ে ব্যাক্তিগত ভাবে অনুশীলন করতেন। কিন্তু কলকাতা শহরে তখন চিকিৎসকদের ছড়াছড়ি। ফলে বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচার প্রসার তেমন ভাবে জমে ওঠে নি। আর এরই মাঝে স্বনামধন্য শল্য চিকিৎসক নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠ কন্যা কল্যাণী সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কিন্তু এই পরিচয় ভালোবাসার রুপ নিতে বেশি সময় নেয় নি। তাঁদের ভালোবাসার কথা নীলরতন সরকারের কানে পৌঁছে যায়। কিন্তু বিধানচন্দ্র রায়ের স্বল্প আয়ের জন্য নীলরতন সরকার তাঁর সঙ্গে কল্যাণী সরকারের বিয়ে দিতে রাজি হননি। ফলে কল্যাণী সরকারের সঙ্গে তিনি আর কোনো যোগাযোগ রাখেন নি। অল্প অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁর জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে তিনি রোগী দেখার পাশাপাশি কলকাতা শহরের বুকে পার্ট টাইম ট্যাক্সি চালকের কাজ করতেন। ট্যাক্সি চালকের কাজ তথা চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষের মনের গভীর অনুভূতি বোঝা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে ও প্রশাসক হিসেবে তাঁর কাজে সহায়ক হয়েছে, বিশেষ করে সাধারণ লোকের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে যা খুব জরুরি।

১৯৩২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন। অর্থাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরেই রাজনীতিতে উত্থান ঘটে বিধানচন্দ্র রায়ের।পরে কলকাতা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও কলকাতা পৌর সংস্থার মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনিত হন।১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থীরুপে আইনসভায় নির্বাচিত হন।১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি বাংলার ইতিহাসের কঠিনতম সময়ে অর্থাৎ দেশভাগ ও স্বাধীনতার অল্পদিন বাদেই এক ক্রান্তিকালে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িতত্বভার গ্রহন করেন। দেশভাগের ক্ষত, ওপার বাংলার শরনার্থীদের স্রোত, রাজ্যে কর্মহীনতা, আর্থিক সংকট সর্বোপরি খাদ্য সংকট প্রভৃতি নিরসনে তিনি অন্যন্য ভূমিকা পালন করেন। বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন এমনই এক'অখন্ড ব্যাক্তিত্ব'যার একটি পরিচয় কখনো অন্য টিকে আড়াল করতে পারে নি। তাঁর চোদ্দো বছরের মুখ্য মন্ত্রীত্ব কালে নবগঠিত পশ্চিম বঙ্গের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। এই কারণেই তিনি আজ ও'আধুনিক বাংলার রূপকার'হিসেবে পরিচিত। নিজেকে শুধু চিকিৎসার গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি বরং শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি, দর্শন সব ক্ষেত্রেই দক্ষতা রেখে গেছেন। তিনি অবশ্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমানে এন আর এস মেডিকেল কলেজ) এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমানে আর জি কর মেডিকেল কলেজ) শিক্ষকতা করেন।১৮৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার প্রথম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিধানচন্দ্র রায় যাদবপুর টিবি হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, কমলা নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন (কলেজ) প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হিন্দুস্থান মোটরস, সেন রালে দে'জ মেডিক্যাল, গ্লুকোনেট, হলদিয়া তেল শোধনাগার, রেল ইঞ্জিন কারখানা, কল্যাণী ও সল্টলেক ওপনগরী, রাজ্য বিদুৎ পর্ষদ, ব্যান্ডেল ও দূর্গাপুরে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রনি ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ, প্রভৃতি। কিন্তু ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাসভবনে যখন তাঁর জন্মদিন পালনের আয়োজনে মুখরিত তখনই দুপুর ১২ টার সময় তিনি সকল কে ত্যাগ চিরতরে বিদায় নেন। জন্মদিনের ফুলে সেজে ওঠে বিধানচন্দ্র রায়ের নিস্প্রাণ দেহ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সরকার তাঁকে দিয়েছে'ভারতরত্ন'পুরস্কার। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানে কলকাতা সন্নিকটস্থ ওপনগরী সল্টলেকের নামকরণ করা হয়েছে বিধান নগর। বিধানচন্দ্র রায় শুধু বাংলার নয়, ভারতের রত্ন ছিলেন।১৯৪৮ সাল থেকে আমৃত্যু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তিনি বলতেন'আমি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বুঝিনা, শুধু বুঝি সাধারণ মানুষকে কত বেশি সুবিধা দেওয়া যায়।'বিধানচন্দ্র রায় মনে করতেন, নিছক আবেগ আর অত্যুৎসাহে কাজ হয় না। কি প্রয়োজন এবং কিভাবে সম্ভব, তা যুক্তি, দুরদৃষ্টি, ও সঠিক পরিকল্পনা দ্বারা স্থির করে এগোতে হবে। তিনি কোনো কাজকে ফেলে রাখতেন না অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছিল আজকের কাজ আজকেই করতে হবে। তিনি কিংবদন্তি চিকিৎসক কিংবা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ও কখনো অহমিকার পরিচয় দেন নি। শাসনভার পরিচালনার ক্ষেত্রে ও প্রাধান্য দিয়েছেন বিরোধী মতাদর্শকে। তিনি নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কে বিসর্জন দিতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বিধানচন্দ্র রায় নিজের ফি ছাড়াই চিকিৎসা করেছেন সাধারণ মানুষের। অথচ নিজের অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য তিনি নির্দিধায় রাজপথে চালিয়েছেন ট্যাক্সি। তাই এই কর্মবীর মানুষটি বাংলা তথা ভারতের গন্ডী ছাড়িয়ে আপামর জনসাধারণের নিকটে হয়ে উঠেছিলেন'ডাক্তার রায়'ও রূপকার।

গিডিয়ন লেভি

ইসরায়েলের কেন একটি 'বানোয়াট বিজয়' দরকার এখন

বাধ্যতামূলকভাবে মুখে হাসি আনতে হবে। আর তাকে উপস্থাপন করা হবে বানোয়াট জয়ের হাসি হিসেবে। আসলে বিষয়টা হলো গাজা থেকে সরে আসা।

ইসরায়েল কয়েক দিনের মধ্যেই ঘোষণা দিতে যাচ্ছে যে হামাসের সামরিক শাখাকে গাজার মাটি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। আর তাই যুদ্ধে ইসরায়েলের জয় হয়েছে। জয়? আপনি যদি তা-ই মনে করেন, তাহলে তা-ই। আমি তো বলব, গাজা থেকে সরে আসাটাই হলো আসল বিষয়।

হামাসের সেনাদল শেষ হয়ে গেছে, এটা ঘোষণা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, গাজা থেকে ইসরায়েলের বেশির ভাগ সেনাকে সরিয়ে নিয়ে পুবের সীমান্তে নিয়োজিত করা। আর তা গাজার মতো আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল বিজয় পেতে লেবাননে অভিযান চালানোর জন্য। তবে এই বিজয় লাভটা আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ হবে। আর তাই আমরা আশা করতে পারি যে ইসরায়েল সেই সব ঘোষণাই দেবে, যা সরকারের, সেনাবাহিনীর, সাংবাদিকদের এবং এর নাগরিকদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তুলবে। তাই বলে এটা ভুললে চলবে না যে গাজা থেকে সরে আসাটাই হলো আসল বিষয়। একেকটি দিন অতিবাহিত হচ্ছে আর আমরা সেখানে আরও গভীরে ডুবে যাচ্ছি। বলুন যে আপনি রাফায় হামাসের গোটা সেনাদলকেই পর্যুদস্ত করেছেন। আর এটাই তো আমাদের পুরোপুরি বিজয় থেকে এক চুল দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ইসরায়েলের ভেতরে ও বাইরে যা কিছু ঘটেছে, তা লুকিয়ে-ছাপিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে হবেই। কেননা, গাজা ত্যাগ করাই যে মুখ্য।

নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে গাজায় এখন পর্যন্ত কোনো বিজয় অর্জিত হয়নি, আগামী দিনেও হবে না। তবে যে রক্তভেজা গাছে ইসরায়েল উঠেছে, তা বেয়ে নিচে নামার জন্য একটা অজুহাত তো দরকার। কেননা, এই গাছ বেয়ে ওপরে ওঠাই তো উচিত হয়নি। সে জন্যই এখন একটা বানোয়াট বিজয় তৈরি করতে হবে।

হামাস সামরিকভাবে প্রচণ্ড একটা আঘাত খেয়েও টিকে আছে। তার চেয়ে বড় হলো, অন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে। অন্যদিকে কূটনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইসরায়েল

পুরোপুরি না হলেও যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হয়েছে। তারপরও দেশটির গণমাধ্যম প্রশংসার গীত গেয়ে চলেছে, যা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা আপনাদের ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গাজা উপত্যকায় যেসব 'চমৎকার কাজ' করেছে, তার বিবরণ দিয়ে চলেছে।

ইসরায়েল তার সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ শুরু করার সময় যে অবস্থায় ছিল, যুদ্ধের শেষের দিকে এসে তার তুলনায় অপরিমাপযোগ্য খারাপ অবস্থায় পতিত হয়েছে। এমন নয় যে এই যুদ্ধের কোনো যৌক্তিকতা ছিল না, তবে যুদ্ধ তো এর ফলাফল দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। আর ফলাফলও আগাম জানা ছিল: দিশাহীনভাবে আটকা পড়া, এমনভাবে ফিলিস্তিনিদের রক্তপাত ঘটানো, যেন তা পানি; অনেক ইসরায়েলি সেনার রক্ত ঝরানো, ইসরায়েলকে একটি অচ্ছুত রাষ্ট্রে রূপান্তর করা এবং এ সবকিছুই কোনো প্রাপ্তি ছাড়া।

এই যুদ্ধের পেছনে ইসরায়েলের নিরন্তর যে বয়ান দাঁড়িয়ে আছে তা হলো, আর কোনো পথ নেই। ৭ অক্টোবরের পর আর কোনো পথ বা উপায় ছিল না, এখনো কোনো পথ নেই। এই মিথ্যাচার এখন পুব দিকে ধাবিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করতে এবং গ্যালিলি থেকে সরে যাওয়া বাসিন্দাদের আবার তাদের ঘরবাড়িতে ফিরিয়ে আনতে আমাদের এখন লেবাননে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অবশ্যই এ জন্য যা যা করার, তার সবই করতে হবে। তবে আগের চেয়ে ভয়াবহ আরেকটি সীমান্তে এসব কিছু করা যাবে না। আর এটাই একমাত্র পথ নয়।

গাজায় এখন তিনটি বিকল্প রয়েছে: সেখানে হামাসের শাসন চলতে দেওয়া (যদিও তা দুর্বলভাবে ও নজরদারির মধ্যে রেখে); গাজাকে আরেক সোমালিয়ায় পরিণত করা অথবা স্থায়ীভাবে ইসরায়েলি দখলদারির মধ্যে নিয়ে আসা।

চতুর্থ কোনো বিকল্প নেই।

মন্দের ভালো হলো প্রথমটি, যা হতাশাজনক এবং ইসরায়েল ও গাজা উভয়ের জন্যই খারাপ। কিন্তু এর বিকল্প দুটি আরও খারাপ। এই যদি হয় পরিস্থিতি, তবে হামাসের সঙ্গে একটি চুক্তির মধ্য দিয়ে গাজা ত্যাগ করাই সবচেয়ে ভালো, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে এবং ইসরায়েলি জিম্মিদের ও কয়েক হাজার ফিলিস্তিনির মুক্তি বয়ে আনবে।

এ রকম একটা চুক্তি আগামীকালই হতে পারে, যা আগামী পরশু দিনের চেয়ে ভালো। আমাদের অবশ্য নিজেদের অহমিকা গিলে ফেলতে হবে, হামাসকে ক্ষমতায় রেখে দেওয়ার অপমান হজম করতে হবে এবং বিকল্পগুলোর মধ্যে কম মন্দ পথ হিসেবে গ্রহণের ঝুঁকি নিতে হবে। আমাদের, অবশ্যই দ্রুত এ কাজ সারতে হবে। আর তাহলেই আমরা পুব সীমান্তে (হিজবুল্লাহর সঙ্গে) একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়াতে পারব।

এ জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই আমাদের, ইসরায়েলিদের করতে হবে। পুব সীমান্তে যুদ্ধের চেয়ে আর বড় কোনো বিপর্যয়ের সামনে ইসরায়েল দাঁড়িয়ে নেই। হামাসের সঙ্গে একটি চুক্তি কেবল এই বিপর্যয় রোধ করবে।

আর ইসরায়েলেরে শেষ সৈনিকটি গাজা উপত্যকা থেকে সরে আসা না পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না।

সেনাবাহিনীর জেনারেলরা এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখা দেওয়া অতি আত্মবিশ্বাসী ভাষ্যকারেরা অবশ্য আমাদের এ রকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। বেশির ভাগ ইসরায়েলিও বিশ্বাস করেন না যে এমনটি হওয়া উচিত; কিন্তুই এটিই হলো বাস্তবতা।

যখন ইসরায়েলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান সতর্ক করে দেন যে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকলে ইসরায়েলে বসবাস করা সম্ভব হবে না, আর যখন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান যে তাঁরা গণকবর খননের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন তো যুদ্ধের দামামা বাজানো বন্ধ করা উচিত।

একই সঙ্গে প্রশ্ন করা উচিত, এটাই কী আমরা চেয়েছিলাম? আমরা কী টিকে থাকতে পারব? ৭ অক্টোবর ও গাজার আইডিএফ কি আমাদের আরেকটি বিজয় এনে দেবে? দয়া করে এ কথা বলবেন না যে আর কোনো উপায় নেই। উপায় একটা আছে। আর তা হলো সবকিছু সত্ত্বেও হামাসের সঙ্গে একটি সন্ধিতে উপনীত হওয়া এবং গাজা থেকে পুরোপুরি সরে আসা।

গিডিয়ন লেভি ইসরায়েলি সাংবাদিক। ইসরায়েলি পত্রিকা হারেৎজে প্রকাশিত। লেখাটি ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর

প্রথম নজর

পাণ্ডুয়ায় মাইক বাজানো নিয়ে বচসায় পিটিয়ে খুন করা হল যুবককে

জিয়াউল হক ● পান্ডুয়া

আপনজন: ফের পিটিয়ে খুন। এ বার ঘটনাস্থল পান্ডুয়া।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার পান্ডুয়া দ্বারবাষিনী এলাকায় মনসা পূজো দেখে ফিরছিলেন বছর পঁচিশের আশিস বাউল দাস। গোরারুগেড়ের কাছে মাইক বাজানো নিয়ে কয়েকজনের মধ্যে বচসা চলছিল। আশীষের বাইকের সঙ্গে ওই যুবকদের একটি গাড়ির সঙ্গে সামান্য ধাক্কা লাগে। অভিযোগ, এরপরেই আসিসকে বাইক থেকে নামিয়ে টেনে হেঁচড়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে ক্ষিপ্ত যুবকেরা। ঘটনাস্থলেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে আশীষ। পরে তাকে বাড়িতে নিয়ে যান স্থানীয়রা। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরের দিন তাঁকে পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে বেসরকারি হাসপাতাল হয়ে শনিবার বিকেলে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে। রবিবার, সেখানেই ময়নাতদন্ত হয়। ঘটনায় পান্ডুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আশীষের পরিবার। পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নেমে শনিবারই লাল্টু বাউল দাস এবং শুভঙ্কর বাউল দাস নামে দু'জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের আজ আদালতে তুলে হেফাজতে চাওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

ডোমকলে উল্কাবৃষ্টি সাহিত্য উৎসব

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: এক ঝাঁক কবি সাহিত্য ও আধিকারিকদের উপস্থিতে উল্কাবৃষ্টি সাহিত্য উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের ডোমকল প্রাণী সম্পদ বিকাশ ভবনে। এদিনের উৎসবের মাধ্যমে একাধিক গল্প বই,পত্রিকা সহ ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয় কবি সাহিত্য, আধিকারিকদের হাত দিয়ে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডোমকল মহকুমা শাসক সুমিত কুমার রাই (আইএএস), ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ আইপিএস), ডোমকল মহকুমা খাদ্য নিয়ামক মোঃ মুসির আহমেদ, ডোমকল থানার আইসি পার্থ সারথি মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল আলীম বাপি বিশ্বাস সহ একাধিক কবি সাহিত্য রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিনের উল্কাবৃষ্টি সাহিত্য উৎসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সাহিত্য উৎসব নিয়ে সকলেই কবি এম এ ওহাব কে ধন্যবাদ জানান যে এত বড় একটা সাহিত্য উৎসব উপহার দেওয়ার জন্য।অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সামনে কবি এম এ ওহাব বলেন জেলার মধ্য এই প্রথম সম্ভবত এত বড় একটা সাহিত্য উৎসব ও পত্রিকা বই প্রকাশ সহ সংবর্ধনা সহ কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো ডোমকলে। তিনি আরো বলেন অনুষ্ঠানে রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন সাহিত্য প্রেমীরা।

তাল পাতা থেকে তৈরি হচ্ছে নানান জিনিসপত্র

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: মালতি প্রতিমাদের হাতের ছোঁয়ায় তাল পাতা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফুল ফটো ফ্রেম ,ব্যাচ, থেকে শুরু করে একাধিক সামগ্রী আর তা দিয়েই এবারে সেজে উঠবে বিভিন্ন পূজা মন্ডপ। আর প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকার সেই সমস্ত মহিলাদেরকে স্বনির্ভর করতেই এগিয়ে আসলো সুন্দরীকা বত্রিকা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শুধুমাত্র তালপাতার বিভিন্ন ধরনের সামগ্রিক নয় তাল পাটালি তালের গুর ও খেজুরের গুড় দিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করে তৈরি করা হচ্ছে একাধিক খাদ্য সামগ্রী আর সেগুলি বোতলবন্দী হয়ে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশ-বিদেশে। এক সময় তাল পাটালি তালের গুড়, খেজুর এর গুড় অথবা তাল পাখার একটা ব্যাপক চাহিদা ছিল বাংলায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা হারিয়ে যেতে বসেছিল। আর সেই গ্রাম বাংলার তাল অথবা খেজুর গাছের পাতা অথবা তার রস দিয়ে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে এলাকার মহিলাদেরকে স্বনির্ভর করতে এগিয়ে আসল এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

এই সুন্দরীকা বত্রিকা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ৫১৪ জন মহিলা কে নিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে তাদেরকে নিয়ে একটি ওয়াকসপও করা হয় যেখানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন খাদি। সেদিনের এই ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন খাদির টেকনিক্যাল এজেন্সির সদস্য সুবীর রায়, মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় খাদির ডাইরেক্টর , উপস্থিত ছিলেন সুন্দরীকা পত্রিকার প্রেসিডেন্ট অরুণাভ বিশ্বাস, এই সংগঠনের অন্যতম সদস্য অরিন্দম ঘোষ ও ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লকের আধিকারিক সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা। এদিন রামনগর থানার খান্দালিয়া এলাকায় এলাকার সেই সমস্ত মহিলাদের কে নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ করা হয়। যে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কিভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ হবে কিভাবে সেগুলিকে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে এবং সেগুলি থেকে আয় কিভাবে আসবে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যে, ঝাড়খণ্ডে ভাঙল নির্মীয়মান সেতু

মাফরুজা মোল্লা ● গোসাবা

আপনজন: সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই বর্ষা প্রবেশ করেছে। সারাদিনই মেঘলা আকাশ রয়েছে। রবিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত এই খবর জানান। তিনি বলেন, রবিবার পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে। রবিবার থেকে বেশ কিছুদিন অর্থাৎ ৬ জুলাই পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিনবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বৃষ্টি পাতের সম্ভবনা রয়েছে। রবিবার থেকে উত্তরবঙ্গতে বেশ কিছু দিন জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার , কোচবিহারে লাল সতর্ক বার্তা রয়েছে। কোচবিহার এবং কালিংপং-এ কমলা সর্তকতা রয়েছে । জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় বৃষ্টি হলেও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বজায় থাকবে। তাপমাত্রা কমবে বৃষ্টির ফলে।এদিকে, ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলায় প্রবল বৃষ্টিতে আর্গা নদীর উপর একটি নির্মীয়মান সেতুর একটি গার্ডার ভেঙে পড়ে।
ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলায় প্রবল বৃষ্টিতে আর্গা নদীর উপর একটি নির্মীয়মান সেতুর একটি গার্ডার ভেঙে পড়ে এবং একটি স্তম্ভ হেলে পড়ে, রবিবার একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। শনিবার রাতে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি থেকে ২৩৫ কিলোমিটার দূরে দেওরি ব্লকে ঘটনাটি ঘটে। ডুমরিটোলা ও কারিপাহরি গ্রামকে সংযুক্ত করতে ফতেপুর-ভেলওয়াগাতি সড়কে সেতুটি নির্মাণ করা হচ্ছিল।সড়ক নির্মাণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, গিরিডিহ, বিনয় কুমার পিটিআই-কে বলেন, "সেতুটি নির্মীয়মান ছিল। শনিবার রাতে প্রবল বৃষ্টিতে সেতুর একটি সিঙ্গেল-স্প্যান গার্ডার ভেঙে পড়ে এবং একটি পিলার হেলে পড়ে। ঠিকাদারকে পুনর্নির্মাণের জন্য বলা হয়েছে অংশ।"বিহারে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চম সেতু ভেঙে পড়ে, কোনও হতাহতের খবর নেই।তবে সেতুর প্রকল্পতে ব্যয়ের পরিমাণ জানাননি তিনি।সূত্র জানিয়েছে যে সেতুটি প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এবং এটি ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ এবং বিহারের জামুই জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে সংযুক্ত করবে।
গার্ডারের উপর ঢালাই এক সপ্তাহ আগে করা হয়েছিল এবং এটিকে শক্তিশালী করতে কমপক্ষে ২৮ দিনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটল অঘটন।

ওবিসি বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার পিস কাউন্সিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পার্ক সার্কাসের হুমায়ুন কবির ইনস্টিটিউট হলে পিস তথা প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ইমপাওয়ারমেন্ট আয়োজিত সাংগঠনিক সভা ও ওবিসি বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি তথা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ড. আব্দুল হাদি, সম্পাদক ওমর ফারুক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.মেহেদী হাসান, আলিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ হোসেন, ড. মোখলেছুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার এম মোল্লা, হাসিবুর রহমান শিক্ষিকা রেহেনা খাতুন প্রমুখ।
এদিন স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. মেহেদী হাসান। তিনি বলেন আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছি না, কুরআনের উদধৃতি দিয়ে বলেন ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন, জাতীয় স্বার্থে নিজেদের ইগো পরিত্যাগ করে মিল্লাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আহবান করেন। সম্পাদক ওমর ফারুক বলেন, ওবিসি বাতিলের বিরুদ্ধে আগামী ১৩ই জুলাই কলকাতা রামলীলা ময়দানের জমায়েত হয়ে বেশকয়েকটি সংগঠন একত্রিত হয়ে ঐতিহাসিক মিছিল করে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে সেখানে সকলের উপস্থিতি কামনা করেন আর সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে আরো সক্রিয় হতে বলেন। সিরাত-এর রাজ্য সম্পাদক সংগঠনের ভূমিকার প্রশংসা করেন।সভাপতি ড. আব্দুল হাদি বলেন সংগঠনের ফান্ড মজবুত করতে হবে তবেই আমরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ইস্যু ভিত্তিক কাজ করতে পারবো। ওবিসি বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে ইতিমধ্যে আইনিভাবে লড়ার জন্য ময়দানে নেমে পড়েছি দরকার অর্থের। আপনারা পাশে থাকবেন এই আহবান।

হুল দিবস উদযাপন সিউড়ি সদরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সিধো,কানহো, চাঁদ, ভৈরো, ফুলো, ঝানোদের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রথম পদক্ষেপ যা হুলদিবস নামে স্মরণীয়।
সমগ্র দেশের সাথে সাথে বীরভূম জেলা জুড়ে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৬৯ তম "ঐতিহাসিক হুল দিবস" পালিত হয়। জেলা আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এবং বীরভূম জেলা প্রশাসনের পরিচালনায় মূল অনুষ্ঠানটি হয় জেলা সদর সিউড়ির সিধু কানু মঞ্চে।
প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন বীরভূম জেলা সমাহর্তা বিধান রায়,জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল সেখ সহ বহু বিশিষ্টজন। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু ও কানুর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদেন করা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জুন।

গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে সংঘর্ষ আমডাঙায়, আহত ১ তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙা

আপনজন: ফের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে মারামারি আমডাঙ্গাতে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আমডাঙা থানার খুড়িগাছির উত্তরপাড়া এলাকায়। আহত ১ তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ তৃণমূল কর্মী আতাউল মণ্ডলকে মারধর করে আইজুল মণ্ডল, সাজিরুল মণ্ডল, খলিল মণ্ডল, জিয়াদ মণ্ডল ।হাতুড়ি লোহার রড ও বাঁশ দিয়ে মারধর করে। রবিবার সকালে আতাউল মণ্ডল বাড়ি বসে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন। এসময় এলাকার তৃণমূলের একদল কর্মী হামলা করে তাঁর ওপর। হামলাকারীরা বিধায়ক রফিকার রহমানের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি আহতের। বর্তমানে তাকে বারাসত হাসপাতালে আনা হয়েছে জন্য। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
এদিকে, সরকারি খাল দখল করে চলছে অবৈধ নির্মাণ। ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের শাড়াপুলে নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ দক্ষিণ পূর্ব পাড়ার ঘটনা ।অভিযোগ দেবু গোলদার নামে ওই ব্যক্তি বাড়ির সামনে খালের উপর অবৈধ নির্মাণ তৈরী করেন।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি খালের উপরে কংক্রিটের অবৈধ নির্মাণ তৈরী করেছেন। কলম ও পিলার তুলে ঘর তৈরি করছেন দেবু গোলদার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে স্বরুপনগর থানার পুলিশ গিয়ে অবৈধ নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয়দের দাবি স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যর নির্দেশ মতোই এই অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। পঞ্চায়েত সদস্য অবশ্য এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন।

সোনার দোকান লুট এবার চণ্ডীতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: ব্যারাকপুর, ডোমজুড়ের পর এবার হুগলির চণ্ডীতলা ডাকাতি। এদিন দুপুরে দোকান বন্ধ করার সময় দুই দুষ্কৃতী ক্রেতা সেজে দোকানে ঢোকে। দোকান এক প্রকার ফাঁকাই ছিল সেই সুযোগকে কাজে লাগায় দুষ্কৃতীরা। একজন দোকানে থাকা মালিককে একটার পর একটা গহনা দেখাতে বলে। অপর জন দোকানের গেটের সামনেই বসে থাকে।দোকান মালিক কিছু বোঝার আগেই সোনার চেন,আংটি সহ একাধিক সোনার তৈরি সামগ্রী পকেটে ভোরে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। দুজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে দাবি করেন দোকানের মালিক এবং দুজনেই হিন্দিভাষী।

রামগঙ্গার বস্ত্র দোকানে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মথুরাপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় নিউ লাইভ স্টাইল ধামাকা কাপড় দোকানে বিধ্বংসী আগুন লাগে, আগুন লাগার সময় দোকান বন্ধ ছিল দোতলার উপরে এই দোকানটি হওয়ায় কোনমতে বেঁচে যায় নিচের দোকানগুলো। এই দোকান মালিকের অচিন্ত্য ঘড়ুই বলেন কিভাবে আগুন লাগলো বুঝতে পারিনি লোক মারফতে খবর পায় তখন এসে দেখা যায়, দোকানের সমস্ত কাপড় জিনিসপত্র অধিকাংশই পুড়ে গেছে তা নিয়েও মানুষদের ও প্রশাসনের চেষ্টায় আগুন নেভানো গেছে।প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি বলে দাবি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নানে গিয়ে তলিয়ে গেল যুবক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মাস ছয়েক আগেই বিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল এক মূক বধির যুবক। রবিবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অরঙ্গাবাদ -১ পঞ্চায়েতের কাস্টম ঘাট এলাকায়। তলিয়ে যাওয়া ওই যুবকের নাম সামিউল রহমান (২১)। তার বাড়ি সুতি থানার অরঙ্গাবাদ মোমিন পাড়া এলাকায়। তলিয়ে যাওয়া যুবকটি মুক বধির ছিল বলেই জানিয়েছে পরিবার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুতি থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ। খবর দেওয়া হয়েছে ডুবুরি টিমকে। মাস ছয়েক আগেই বিয়ে হয়েছিল ওই যুবকের। এরই মাঝে তার তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

বোলপুর পৌরসভায় রক্তদান

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রক্তের চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলো বোলপুর পৌরসভা। আজ রবিবার (৩০ জুন ২০২৪) বোলপুর পৌরসভার উদ্যোগে এবং শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের উদ্যোগে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। পৌরসভার উৎসর্গ মঞ্চে এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ১০০জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ, উপপৌরপতি ওমর শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য নারায়ণ হালদার, দুবরাজপুর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের ডিরেক্টর প্রফেসর ডাঃ তপন কুমার ঘোষ, বোলপুর পৌরসভার কাউন্সিলরা সহ বহু বিশিষ্টজন।

ইলিয়ট-বেকার হস্টেল মসজিদের ইমাম প্রয়াত

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন:ঐতিহ্যবাহী কলকাতার ইলিয়ট-বেকার হোস্টেল মসজিদের ইমাম মাওলানা নিয়ামত হাসান হাবিবি সাহেব শনিবার ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহির রাজিউন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মরহুম ঈমাম সাহেব দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই ঐতিহাসিক মসজিদের ঈমামতি করেছেন বলে জানা গিয়েছে।আজ সন্ধ্যার পর তাঁর জানাজা নামাজ সম্পন্ন হবে বেকার হোস্টেলে। বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবেও ঈমাম সাহেব বিশেষ অবদান রেখেছেন । তার এই প্রয়াণে মুহাম্মদ কামরুজ্জামান (রাজ্য সম্পাদক সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন) ও শিক্ষাবিদ মাওলানা আবু সালেহ মহম্মদ রেজওয়ানুল করিম শোক প্রকাশ করে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। বহু গুনীজনেরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

বাসন্তীতে হুল দিবস পালিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: রাজ্য সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে রবিবার পালিত হল বর্ণাঢ্য 'হুল দিবস'। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল,জেলা শিশু ও নারী উন্নয়ন ও জনকল্যাণ ও ত্রাণ কর্মাধ্যক্ষা শচী নস্কর,জেলা পরিষদ সদস্যা শঙ্করী মন্ডল,ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং,বাসন্তী বিডিও সঞ্জীব সরকার,বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, সহ সভাপতি আতিয়ার রহমান মোল্লা,বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষা শিখা সরদার, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা শিক্ষারত্ন শিক্ষক সঞ্চালক নিমাই মালি প্রমুখ। আদিবাসী সঙ্গীতে মুখরিত হয় অনুষ্ঠান।

মেমারিতে হুল দিবস অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ এবং মেমারি এক পঞ্চায়েত সমিতির আয়োজনে মেমারির সন্তোষ মঞ্চে হুল দিবস উদযাপন করা হয়। হুল দিবস উপলক্ষে সিধু কানুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জী। মাল্যদানের পরে ওখান থেকে পদযাত্রা করে মেমারি ১ ব্লক প্রাঙ্গণে আসা হয়। পদডাত্রা পথে অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলাশাসক রাধিকা আইয়ার আইএএস, অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন প্রসেনজিৎ দাস, মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান প্রমুখ।

মহা সমারোহে হুল দিবস মালদায়

দেবাশিস পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উদযাপিত হল মহা হুল দিবস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে বীর সিধু ও কানু স্মরণে রবিবার বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদিন পালিত হয় হুল দিবস। একটি শোভাযাত্রা বের হয় যা পাকুয়াহাট ডাকবাংলা মোড়ে অবস্থিত সিধু কানু প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে পালিত হয় হুল দিবস। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামনগোলার বিডিও মনোজিৎ রায়,সাবিনা ইয়াসমিন রাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নীতির সিংহানিয়া মালদা জেলা শাসক, সমর মুখার্জী বিধায়ক রতুয়া, রঞ্জিত সরকার চেয়ারম্যান রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি, রেজিনা মুর্মু কর্মদক্ষ মালদা জেলা পরিষদ, পূর্ণিমা বাড়াই দাস কর্মদক্ষ মালদা জেলা পরিষদসহ অনন্যারা।

ট্রেন দুর্ঘটনায় উদ্ধারের ত্রাতা সম্মানিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: গত ১৭ জুন ঈদুল আযহার দিন শিয়ালদহ গামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছন থেকে মালগাড়ি ধাক্কা মারায় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে উত্তরবঙ্গের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙাপানি এলাকায়। ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঈদের নামাজকে উপেক্ষা করে তরুণ যুবকটি উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার নাম ফজলুর রহমান। প্রবীণ কৃষক মো: ফইমুদ্দীন এর চার পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে পাঁচ নম্বর সন্তান ফজলুর রহমান ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ছোট নির্মল জোত গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় একজন কৃষিজীবী। তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করল স্বেচ্চাসেবী সংস্থা 'মানবতা'র এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেয় আব্দুর রাকিব শেখ, গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া বিশ্বাস, ওবায়দুল্লাহ হিল সাফি,সাইব মিয়া।

উলুবেড়িয়ার বিধান পাঠাগারে রক্তদান শিবির

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া উলুবেড়িয়া জগৎপুর বিধান পাঠাগারে 'স্বপ্নের মোহন তরীর' উদ্যোগে রবিবার সকালে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।
শিবিরে নৃত্য,সংগীত আবৃত্তি সহ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।
শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কিশলয় দত্ত।
এছাড়াও ছিলেন,ডাঃ সুমন্ত ঠাকুর,মোহন বাগান ক্লাবের প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বোস,সঞ্জয় সাহা (বাপ্পা দা) , সুরজিত বোস, মিন্টু বাগ স স্বপ্নের মোহন তরীর অ্যাসোসিয়েটস গ্রুপ মেরিনারস্ ডি এক্সট্রিম , ধাপা মেরীনার্স,পত্রোস ডি মেরিনারস প্রমুখ।
শিবিরে ৬০ জনের মতো রক্তদাতা রক্তদান করেন।

ইউরো ২০২৪

ড্যানিশদের কাঁদিয়ে কোয়ার্টারে জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: ডেনমার্ককে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে জার্মানি। হেভার্টজ আর মুসিয়ালার গোলের সুবাদে ২-০ গোলে জিতে নেয় জার্মানরা। অন্যদিকে কোনো ম্যাচ না জিতেই এবারের ইউরো যাত্রা শেষ করলো ডেনমার্ক।
ডর্টমুন্ডের সিগন্যাল ইদুনা পার্কে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ, গোল বাতিল, বৃষ্টি ও বজ্রপাত মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত ডেনিশদের চোখের জলে ভাসিয়ে ইউরোর মঞ্চ থেকে বিদায় দিলো জার্মানি।
প্রথমার্ধে দাপুটে শুরু করেছিল জার্মানি। অবশ্য ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই এগিয়েও গিয়েছিল স্বাগতিকরা। কিন্তু ভিএআর এর মাধ্যমে গোলটি হয়। ৭ মিনিটে জশুয়া কিমিখের জোরাল শট ঠেকিয়ে দেন ডেনমার্ক গোলকিপার ক্যাসপার স্মাইকেল।
ম্যাচের ৩৬ মিনিটে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হন রেফারি। খেলোয়াড়েরা ড্রেসিংরুমের ফিরে যান।
আবহাওয়া একটু ভালো হলে প্রায় ২০ মিনিট পর খেলা পুনরায় শুরু হলেও গোলশূন্য সমতাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।
দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে ড্যানিশ ডিফেন্ডার জোয়াকিম অ্যান্ডারসেন বাঁ পায়ের শটে বল জালে পাঠালেও ভিএআর এর মাধ্যমে দেখা গেছে অফসাইড।
দুই মিনিট পর গোলটি বাতিল করে দেন মাঠের রেফারি। ম্যাচের ৫২ তম মিনিটে বক্সের মধ্যে রাউমের ক্রস আটকাতে গিয়ে বল হাতে লেগে যায় ড্যানিশ ডিফেন্ডার জোয়াকিম অ্যান্ডারসনের।
ভিএআর দেখে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন কাই হাভার্টজ। তবে দ্বিতীয় গোল তুলে নিতে জার্মানি বেশি দেরি করেনি।
৬৮ মিনিটে শোলটারবেকের লম্বা পাস ধরে ডেনিশ রক্ষণ ভেঙে গোল করেন জার্মান তারকা মুসিয়ালা। চলতি ইউরোয় এটি তার তৃতীয় গোল। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়েই ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার আনন্দে ভাসে স্বাগতিকরা। অন্যদিকে জয়হীন থেকেই এবারের ইউরোর মঞ্চ থেকে বিদায় নেন স্মেইকেল ও তার সতীর্থরা।

কোহলি-রোহিতের পর অবসর নিলেন জাদেজাও

আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বললেন রবীন্দ্র জাদেজাও। বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ের এক দিন পর ইনস্টাগ্রাম বার্তায় অবসরের ঘোষণা দেন এই বাঁহাতি। ৩৫ বছর বয়সী জাদেজা ভারতের হয়ে ৭৪ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন।
অবসর-ঘোষণার বার্তায় জাদেজা লিখেছেন, 'কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানাচ্ছি। গৌরবের সঙ্গে দ্রুতবেগে ছুটে চলা ঘোড়ার মতো আমি সব সময়ই দেশের জন্য সেরাটা দিয়েছি এবং অন্যান্য সংস্করণে সেটা করে যাব। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ অর্জন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, যেটা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। সব স্মৃতি, উল্লাস আর বিরামহীন সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।'
জাদেজা এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খুব বেশি আলো ছড়াতে পারেননি। ৫ ইনিংসে ব্যাট করে দুটিতে অপরাজিতসহ করেন ৩৫ রান। আর ৭ ইনিংসে বল করে উইকেট নেন মাত্র একটি। রোহিত ও কোহলি অবসর নেওয়ায় ভারতের আগামীর টি-টোয়েন্টি যে বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে, সে দলে হয়তো বয়সজনিত কারণে জাদেজারও শেষ দেখে ফেলতেন। তবে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে নিজ থেকেই সরে গেলেন জাদেজা।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৭৪ ম্যাচের ৪১ ইনিংসে ব্যাট করে ১২৭.১৬ স্ট্রাইক রেটে ৫১৫ রান করেছেন জাদেজা। আর ৭১ ইনিংসে বল হাতে নিয়ে ৭.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫৪ উইকেট।

চ্যাম্পিয়ন হয়েও কেন কাঁদলেন পান্ডিয়া

আপনজন ডেস্ক: কদিন আগেও দুয়োধ্বনি হার্দিক পান্ডিয়ার পিছু ছাড়ছিল না। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস দলের অধিনায়ক হিসেবে দলটির বিশাল সমর্থকেরা তাঁকে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। দলটিতে পাঁচবার শিরোপা এনে দেওয়া রোহিত শর্মার জায়গায় অন্য কাউকে যেন কল্পনাই করতে পারেননি তাঁরা! পান্ডিয়ার দুর্ভাগ্য, দলের পারফরম্যান্সও ভালো ছিল না। ১০ দলের আইপিএলের পয়েন্ট তালিকার ১০ নম্বর দল হিসেবে টুর্নামেন্ট শেষ করে মুম্বাই। সেই পান্ডিয়াই কাল ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রাখলেন। চাপের মুখে ৪ ওভার বল করে ২০ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট, যার ২টি আবার হাইনরিখ ক্লাসেন ও ডেভিড মিলারের। শেষ ওভারে জয়ের জন্য যখন দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার ১৬ রান, তখন অধিনায়ক রোহিত বল তুলে দেন পান্ডিয়ার হাতে। তিনি মাত্র ৮ রান দিলে ৭ রানের জয় পায় ভারত। তাতে ১৭ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তোলে ভারত। মহাগুরুত্বপূর্ণ সেই ওভারের পর বার্বাডোজের ২২ গজে কান্নায় ভেঙে পড়েন পান্ডিয়া। কিছুক্ষণ পর তাঁকে টেনে তুলে বুকে নেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত। তবে পান্ডিয়ার

কান্না এতটাই বেশি ছিল যে কারও কোনো সান্ত্বনাতেই থামছিল না। বোঝাই যাচ্ছিল, ভেতর থেকে বাঁধভাঙা কান্না উঠে আসছে তাঁর। শেষ পর্যন্ত মাঠের বাইরে গিয়ে মুখ ধুয়ে নেন পান্ডিয়া। এরপর তো শিরোপা জয়ের উদ্‌যাপনে ঢুকে পড়ে পুরো ভারতীয় দল।
আনন্দঘন সেই মুহূর্তেই টিভি সম্প্রচারকদের সঙ্গে কথা বলেন পান্ডিয়া, 'এটা আমার জন্য খুবই আবেগঘন একটা মুহূর্ত, পুরো ভারত এমন কিছুর অপেক্ষায় ছিল।' পান্ডিয়া নিজের কথাটা বললেন এরপর, 'বিশেষ করে আমার জন্য। বিশেষ করে গত ছয় মাস, আমি একটা কথাও বলিনি। আমার সঙ্গে যা হয়েছে, তা ঠিক ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, এমন একটা সময় আসবে, যখন আমি জ্বলে উঠব। আজকের মতো এমন সুযোগ পাওয়া এবং সেটিকে কাজে লাগাতে পারায় মুহূর্তটা আরও স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।'
কাল রান তাড়ার একটা পর্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের জন্য দরকার ছিল ৩০ বলে ৩০ রান। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটা শুনিয়েছেন পান্ডিয়া, 'আমরা সব সময়ই বিশ্বাস করেছি, শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি যেন চাপটা ওদের ওপর ফিরিয়ে দেওয়া যায়। শেষ ওভারে আমি জানতাম আমাকে পরিকল্পনাটা ঠিকমতো বাস্তবায়ন করতে হবে। আমি এর আগেও এমন পরিস্থিতিতে ছিলাম, এ ধরনের চাপের মুহূর্ত আমি বরং উপভোগ করি।' পান্ডিয়া কথাটা শেষ করতে পারেননি। পাশ থেকে তাঁর অধিনায়ক রোহিত এসে সাক্ষাৎকারের মাঝেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর আবারও ভারতীয়দের হইচই শুরু। অনুমান করাই যায়, লম্বা সময় পর আইসিসি ট্রফি জেতা ভারতীয়দের উদ্‌যাপন চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। আজ সকালে আবার পান্ডিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রফি কোলে নিয়ে ছবি পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'শুভ সকাল ভারত। এটা স্বপ্ন নয়, সত্যি। আমরা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন।' বুঝতেই পারছেন, ২০২৪ সালের শুরু থেকে সমালোচনায় পিষ্ট পান্ডিয়া এখন শিরোপা জয়ের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছেন।

বিশ্বকাপ জয়ে নিরাবতা ভাঙলেন ধোনি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে ভারত। সব মিলিয়ে ১৩ বছর পর বিশ্বকাপ ও ১১ বছর পর আইসিসির কোনো ট্রফি জিতল দেশটি। দলের এমন সাফল্যে ৫১ সপ্তাহের নিরবতা ভাঙলেন ভারতের সফল অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায় দেখাই যায় না ধোনিকে। নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন তিনি। রোহিতের দল বিশ্বকাপ জেতার পর ইনস্টাগ্রামে ধোনি লিখেছেন, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ২০২৪। আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। শান্ত থেকে, বিশ্বাস ধরে রেখে তোমরা যা করেছ, সাবাস।
দেশের সব দর্শক, সারা দুনিয়ায় থাকা সব ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বিশ্বকাপ ঘরে নিয়ে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। অভিনন্দন। জন্মদিনের অমূল্য উপহারের জন্য ধন্যবাদ।'
২৯ জুন কোনোভাবেই ধোনির জন্মদিন নয়।
এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের জন্মদিন আগামী ৭ জুলাই।
জন্মদিনের আগেই ভারতের বিশ্বকাপ জয়টি নিজের জন্মদিনের উপহার হিসেবে নিচ্ছেন তিনি।
২০০৭ সালে এই ধোনির হাত ধরেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। তাঁর নেতৃত্বেই ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও ২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপাও ঘরে তোলে ভারত। তাঁর বিদায়ের পর বৈশ্বিক আসরের আর কোনো শিরোপা জিততে পারছিল না ভারত।

ইতালিকে বিদায় করে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে দু:স্বপ্নের একটি রাত কাটাল ইতালি। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে জার্মানির আসরে খেলতে এসে সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে শেষ শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে আজ্জুরিরা। বার্লিনের অলিম্পিয়াস্টাডিওনে ইতালির শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে ২-০ গোলের জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে সুইসরা। গত দুই দশকে এই প্রথমবার মহাদেশীয় এই শ্রেষ্ঠত্বের আসরে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে

বিদায় নিল ইতালি।
অন্যদিকে আজ্জুরিদের বিপক্ষে পাওয়া অবিস্মরণীয় জয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার শেষ আটে জায়গা করে নিল সুইজারল্যান্ড।
বার্লিনের অলিম্পিয়াস্টাডিওনে বলের দখলে, আক্রমণে সবদিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল আজ্জুরিরা। গোলে শটও বেশি নিয়েছে সুইসরা। ইতালিয়ানরা শট নিয়েছে ১১টি বিপরীতে সুইজারল্যান্ড ১৬টি। যার মধ্যে সুইসদের চারটি শট ছিল লক্ষ্যে, যেখানে ইতালি লক্ষ্যে শট নিয়েছিল মোটে ১টি।
খেলার ৩৭ মিনিটে রেমো ফ্রিউলারের গোলে এগিয়ে যায় সুইজারল্যান্ড। রুবে ভারগাসের অ্যাসিস্টে বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়িয়েছেন তিনি।

কোপা-ইউরোয় মেসি আর রোনাল্ডোর যে বিরল অভিজ্ঞতা

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারের গতিপথ অনেকটা একই সমান্তরালে এগিয়েছে। সাফল্য, অর্জন কিংবা ব্যর্থতায় কিছু পার্থক্য থাকলেও অনেক জায়গায় আবার মিলে যায়। গোধূলি বেলায় এসে একটি জায়গায় আবার মিললেন এ দুজন। এই মুহূর্তে একই সময়ে চলমান দুটি মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে খেলছেন মেসি ও রোনাল্ডো। ৩৭ বছর বয়সী মেসি কোপা আমেরিকায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর্জেন্টিনাকে। আর ৩৯ বছর বয়সী রোনাল্ডো ইউরোতে পরেছেন পর্তুগালের আর্মব্যান্ড। কোপা আমেরিকায় টানা তিন জয়ে গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে মেসির আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে তিন ম্যাচের দুটি জিতে ইউরোর শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে রোনাল্ডোর পর্তুগাল। তবে গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোনোর পথে কোপায় তিন ম্যাচের দুটিতে মাঠে নেমে কোনো গোল পাননি মেসি। আর রোনাল্ডোও ইউরোর গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচ খেলে পাননি গোলের দেখা। রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারে এমন কিছু এবারই প্রথম দেখা গেল। এর আগে ইউরোতে গ্রুপ পর্ব থেকে কখনোই খালি হাতে ফেরেননি রোনাল্ডো। মেসি অবশ্য নিজের প্রথম দুই কোপা আমেরিকায় গ্রুপ পর্বে কোনো গোলের দেখা পাননি। তবে ২০০৭ ও ২০১১ সাল বাদ দিলে পরের চার আসরের গ্রুপ পর্বে গোল পেয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।
ইউরোয় রোনাল্ডোর অভিষেক হয় ২০০৪ সালে। সেবার গ্রুপ পর্বে এক গোল করেছিলেন তিনি।
এরপর ২০০৮ সালেও গ্রুপ পর্বে এক গোল করেন 'সিআর সেভেন'। ২০১২ সালে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জোড়া গোল করেন রোনাল্ডো। এরপর ২০১৬ সালে যেবার পর্তুগাল শিরোপা জিতেছিল, সেবারও গ্রুপ পর্বে দুই গোল করেন তিনি। তবে গ্রুপ পর্বের পারফরম্যান্সের হিসাবে রোনাল্ডোর সেরা আসর ছিল ইউরো ২০২০। সেবার গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে রোনাল্ডো একাই করেছিলেন ৫ গোল।
এবারের আসরে প্রথম ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে পর্তুগাল ২-১ গোলে জিতলেও গোল পাননি রোনাল্ডো। পরের ম্যাচে অবশ্য গোল করার সুযোগ ছিল রোনাল্ডোর সামনে। কিন্তু তিনি নিজে গোলের চেষ্টা না করে সেটি বাড়িয়ে দেন ব্রুনো ফার্নান্দেজের উদ্দেশে। আর শেষ ম্যাচে জর্জিয়ার বিপক্ষে একাধিকবার গোলবঞ্চিত হন রোনাল্ডো।
আর ম্যাচটিও পর্তুগাল হেরে যায় ২-০ গোলে।
অন্যদিকে ২০০৭ ও ২০১১ সালের কোপায় গ্রুপ পর্বে গোল করতে না পারা মেসি পরের সব কটি আসরে গোলের দেখা পেয়েছেন। ২০১৫ সালের কোপা আমেরিকায় গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই গোল করেছিলেন মেসি।
এরপর ২০১৬ সালের কোপায় গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে পানামার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। এরপর ২০১৯ সালেও গ্রুপ পর্বে এক গোল করেন মেসি। আর সর্বশেষ ২০২১ সালের কোপায় গ্রুপ পর্বে মেসি করেছিলেন ৩ গোল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কে কোন পুরস্কার পেল

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ ওভারে গড়ানো টান টান উত্তেজনার ফাইনালে ৭ রানে জিতে ভারত। ২০১১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এবারই কোনো বিশ্ব আসরের শিরোপা জিতলো তারা। এই পথে অনেকগুলো রেকর্ডও সঙ্গী হয়েছে তাদের।
টুর্নামেন্ট সেরা : টুর্নামেন্টে ৮ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছেন ভারতীয় পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ। হয়েছেন তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন মাত্র ৪.১৭ করে। মাত্র ৮.২৬ রান খরচায় পেয়েছেন একটি করে উইকেট। হয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা। পুরস্কার ১৭ লাখ ৬২ হাজার টাকা।
ফাইনালে ম্যাচসেরা : ফাইনালে বিরাট কোহলি ৫৯ বলে ৭৬ রানের অনবদ্য এক ইনিংস খেলে হয়ে ফাইনালের ম্যাচসেরা। পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ৫ লাখ ৮৮ হাজার টাকা।
স্মার্ট ক্যাচ : ফাইনালে অন্তিম মুহূর্তে ডেভিড মিলালের অসাধারণ এক ক্যাচ নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব।
টুর্নামেন্টে স্মার্ট ক্যাচের মর্যাদা পেয়েছে এটি। পুরস্কার সাড়ে ৩ লাখ টাকা।
সর্বোচ্চ রান : ৮ ইনিংসে ২৮১ রান করে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক আফগান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ।
সর্বোচ্চ উইকেট : টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিও আফগানিস্তানের। পেসার ফজলহক ফারুকি।
সাথে আছেন ভারতীয় পেসার আর্শদ্বীপ সিংও। দুইজনেই ১৭ উইকেট করে নিয়েছেন।
সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর : আফগানিস্তান বিপেক্ষে নিকোলাস পুরানের ৯৮ রান বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর।
সেরা বোলিং ফিগার : ফজলহক ফারুকির উগান্ডার বিপক্ষে ৯ রানে ৫ উইকেট বিশ্বকাপে সেরা বোলিং ফিগার
সবচেয়ে বেশি ছক্কা : নিকোলাস পুরান (১৭টি)
সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট : শাই হোপ (১৮৭.৭১)
সেরা ইকোনমি : টিম সাউদি (৩.০০)
সবচেয়ে বেশি ৫০+ স্কোর : রোহিত শর্মা ও গুরবাজ (৩টি)
সবচেয়ে বেশি ক্যাচ : এইডেন মার্করাম (৮টি)

কোপা আমেরিকা

ড্র করে বিদায় চিলির, কোয়ার্টারে আর্জেন্টিনার সঙ্গে কানাডা

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার পর 'এ' গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে কানাডা। গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে চিলির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে কানাডা। চার পয়েন্ট নিয়ে তাই গ্রুপ রানার্স আপ হয় উত্তর আমেরিকার দেশটি। ইন্টারকো স্টেডিয়ামে রোববার সকালে কোপা আমেরিকার 'এ' গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলতে নামার আগে জয়ের বিকল্প ছিল না চিলির সামনে। অন্যদিকে ড্র করলেও সুযোগ থাকবে কানাডার। তবে চিলির কাজটা আরো কঠিন হয়ে যায় ২৭ মিনিটে গিয়ে রিচি লারওয়ে লাল কার্ড দেখলে। বাকি সময়টা তারা খেলেছে দশজনের দল নিয়েই। ম্যাচে ৫৭ শতাংশ বল দখলে রেখেছে কানাডা।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অবশ্য একবার বল জালে জড়িয়েছিল কানাডা। কিন্তু তানি ওলুওয়াইয়ের গোল বাতিল হয়ে যায় অফসাইডে। গোলমুখে তিনটি শট নেয় কানাডা, চিলি নিতে পেরেছে চারটি। দুই দলের গোলরক্ষকই এই ম্যাচে ছিলেন দুর্দান্ত। চিলির গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েল আরাইস ঠেকিয়ে দেন স্টিফেন আসটাকি ও তাজোন বুচানামের শট। অ্যালেক্সিস সানচেজের শট দারুণভাবে আটকে দেন ম্যাক্সিম ক্রেপেউ। শেষ পর্যন্ত ড্র করে মাঠ ছাড়ে দুই দল। এ ড্রয়ে কোপা থেকে বিদায় নিল ২০১৬ সালের চ্যাম্পিয়নরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**